ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 June, 2021 ■ আগরতলা ৩০ জুন, ২০২১ ইং ■ ১৫ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনায় মৃত্যু, শংসাপত্র প্রদানে রাজ্য সরকারের নীতি জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মৃতের পরিবারকে মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের নীতি জানতে চেয়েছে উচ্চ আদালত। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি এবং বিচারপতি সুভাশিস তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ত্রিপুরা সরকারকে সুনির্দিষ্ট চারটি প্রশ্নের উত্তর জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোভিড-১৯ নিয়ে সুয়োমোটো মামলায় আগামী ৯ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

ওই মামলায় গত ২৫ জুন শুনানিতে আদালতের বলেছে, কিছু ক্ষেত্রে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলেও মৃত্যুর শংসাপত্রে তা স্পষ্ট করে লেখা ছিল না, এমনই সওয়াল হয়েছে। মৃত্যুর শংসাপত্রে কোভিডে মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ না থাকলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে বলে বিষয়টি সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিভিশন বেঞ্চের আরও বক্তব্য, আমরা অবগত হয়েছি, কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের নির্দিষ্ট সুবিধা দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে এমন আরও পরিকল্পনা আসতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর সংশাপত্রে কোভিডে মৃত্যুর স্পষ্ট উল্লেখ যদি না থাকে, তবে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ওই সুবিধা আদায়ে সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তাই, আদালত ত্রিপুরা সরকারের কাছে কোভিডে মৃত্যু হলে মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতি জানতে চেয়েছে।

এজন্য আদালত আগামী ৯ জুলাইয়ের মধ্যে চারটি প্রশ্নের জবাব চেয়েছে। আদালতের প্রশ্ন, শুধু করোনায় আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে, নাকি অন্য রোগ মৃত্যুর কারণ। ত্রিপুরা সরকারের ঘোষণায় করোনায় মৃত্যুতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৯ জুলাই-১৩ আগস্ট সংসদের অধিবেশন প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কমিটির

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): আগামী ১৯ জুলাই থেকে সম্ভবত শুরু হতে চলেছে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন, বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হতে পারে ১৩ আগস্ট।মঙ্গলবার এমনই প্রস্তাব করেছে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি। সূত্রের খবর, প্রায় এক মাস ব্যাপী বর্ষাকালীন অধিবেশন বসতে পারে ২০ দিন। সাধারণত জুলাইয়ে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন, স্বাধীনতা দিবসের আগে শেষ হয়।

সূত্রের খবর, ১৯ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বর্ষাকালীন অধিবেশনের জন্য প্রস্তাব করেছে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি। আপাতত এই প্রস্তাবে সিলমোহর পড়ার অপেক্ষা। অধিবেশন চলাকালীন মেনে চলা হবে সমস্ত কোভিড বিধি। আশা করা হচ্ছে, অধিবেশনে যোগ দেওয়া সমস্ত সাংসদরা হয়তো টিকার একটি ডোজ অন্তত নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ঢেউ এখনও শেষ হয়নি, সর্বদা সজাগ থাকতে হবে : হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): ভারতে বিগত কিছু দিন ধরে লাগাতার কমছে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই কমেছে। কিন্তু, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ এখনও শেষ হয়নি, দেশবাসীকে সতর্ক করে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। হর্ষ বর্ধন মঙ্গলবার জানিয়েছেন, 'কোনও পরিস্থিতিতেই আমাদের ঢিলেমি করা উচিত নয়। সমাজ ও মানুষেরও উচিত নয় ঢিলেমি করা, আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।' এদিন হর্ষ বর্ধন বলেছেন, 'ভাগ্যক্রমে, বিগত ৬ মাস ধরে ভ্যাকসিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়ক বিষকেতু দেববর্মার পদত্যাগ, বেসামাল আইপিএফটি

অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক বললেন এনসি দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। আচমকা ধাক্কায় শাসক জোট শরিক দল আইপিএফটি বেসামাল হয়ে পড়েছে। বিধায়ক পদে পদত্যাগ করেছেন বিষকেতু দেববর্মা। তিনি সিমনা কেন্দ্রের বিধায়ক। ফলে, সংকটের পূর্বাভাস পেয়েই আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মার প্রতিক্রিয়া, অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। আজ বৃষকেতু দেববর্মা বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। অধ্যক্ষ রেবতী দাস ওই পদত্যাগ পত্র পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এ-বিষয়ে বিধায়ক বিষকেতু দেববর্মার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জরুরি বৈঠকে আছেন বলে এড়িয়ে যান। তবে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাস বলেন, বিধায়ক বিষকেতু দেববর্মার পদত্যাগ পত্র পেয়েছি। এখন বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করব। তারপর আইপিএফটির অন্য বিধায়াকদের সাথেও কথা বলব। সাথে তিনি জানান, বিধায়ক বিষকেতু দেববর্মার সাথেও কথা বলে ফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এদিন এন সি দেববর্মা বলেন, হঠাৎ কেন বৃষকেতু দেববর্মা পদত্যাগ করলেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে, তাঁর পদত্যাগ অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, এ-বিষয়ে দল বৈঠকে বসবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এখনো বৃষকেতুর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

সূত্রের খবর, আইপিএফটি-তে বড়সড় ভাঙ্গন দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বিষকেতু দেববর্মা সম্ভবত তিপ্রা মথা দলে যোগ দেবেন। তাই তিনি পদত্যাগ করেছেন। অবশ্য, এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটির চূড়ান্ত ভড়াডুবি শাসক জোট এই শরিক দলকে গভীর সংকটে ফেলে দিয়েছে। দল এখন অস্তিত্ব সংকটেও ভুগছে, একথাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

রিয়াং শরণার্থীদের দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের সামগ্রিক প্রগতির লক্ষ্যে দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পূর্ব ত্রিপুরার সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। পাশাপাশি, জলসম্পদ বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, মিজোরামে জাতিগত দাঙ্গার শিকার রিয়াং শরণার্থীরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুই দশকের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করেছে বিজেপি জোট সরকার। তাঁদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এখন তাঁদের সামগ্রিক প্রগতি সুনিশ্চিত করতে হবে।

তিনি জানান, মাস-দুয়েক আগে দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে রিয়াং শরণার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছিলাম। তবে, করোনার প্রকোপে এই মুহূর্তে তা সম্ভব হয়নি। তাই, স্কিল ডেভেলপমেন্টের অতিরিক্ত সচিবের সাথে দেখা করে রিয়াং শরণার্থীদের দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পুনঃ আবেদন জানিয়েছি।

সাথে তিনি যোগ করেন, আজ (মঙ্গলবার) দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। ত্রিপুরায় পাহাড়ি জনপদে পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছি। তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

চল্লিশ হাজারের নীচে দৈনিক সংক্রমণ, কোভিডে ভারতে মৃত্যু ৯০৭

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.)।। কমতে কমতে ভারতে ফের ৪০-হাজারের নীচে নেমে এল দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। ১০২-দিন পর ভারতে ৪০-হাজারের নীচে নেমে এল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭,৫৬৬ জন, এই সময়ে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৯০৭ জন করোনা-রোগী। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫৬ হাজার ৯৯৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ২০,৩৩৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৫২,৬৫৯ জন (১.৮২ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩২,৯০,২৯,৫১০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫২,৭৬,৪৫৭ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯০৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৯৭,৬৩৭ জন (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৬৮,০০৮। নতুন করে ৩৭,৫৬৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৩,১৬,৮৯৭। সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফের বাড়ছে দৈনিক সংক্রমণ কমেছে মৃত্যু, স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতা

কোভিড-১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। ফের ত্রিপুরায় বেড়ে চলেছে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ। তবে, মৃত্যুর সংখ্যা কমায় কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছেন ত্রিপুরাবাসী। সাথে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতাও। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এছাড়া সুস্থ হয়েছেন ৩৮০ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,১৩২ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭,০১৫ জনকে নিয়ে মোট ৮,১৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ২০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৪৫৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪৭৬ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৮৪ শতাংশ।

তবে স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩,১৪৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬৫,৩৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬১,৪৫০ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৪.১৪ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৩ শতাংশ। নতুন করে দুজনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৭৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, লাগাতার পশ্চিম জেলাই সংক্রমণের শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৫৭ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-বেঙ্গালুরু গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রথম রেলযোগে যুক্ত হচ্ছে আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। করোনার প্রকোপ ক্রমেই কাটিয়ে উঠছে দেশ। ফলে, আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত একটি গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এছাড়া যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ ও নিউ জলপাইগুড়ি-উদয়পুর স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই প্রথম রেলযোগে আগরতলা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে সেকেন্দ্রাবাদ।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ জানিয়েছেন, ০২৫২৪ আগরতলা-বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনটি ৬ জুলাই থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত চলাচল করবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৬টা বেজে ১০ মিনিটে যাত্রা করবে এবং তৃতীয় দিন রাত ৮টা বেজে ১৫ মিনিটে বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০২৫২৩ বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট-আগরতলা গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনটি ৯ জুলাই থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত চলাচল করবে। ট্রেনটি বেঙ্গালুরু থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা বেজে ১৫ মিনিটে রওনা দেবে এবং চতুর্থ দিন রাত ৩-টা নাগাদ আগরতলা পৌঁছবে।

এদিকে, ০৭০৩০/০৭০২৯ সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ সাপ্তাহিক গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা আরও দুই ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, সে অনুযায়ী ট্রেনটি সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ৫ এবং ১২ জুলাই (সোমবার) রওয়ানা দেবে এবং আগরতলা থেকে ৭ এবং ১৬ জুলাই (শুক্রবার) রওয়ানা দেবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ০৯৬০১/০৯৬০২ উদয়পুর-নিউ জলপাইগুড়ি-উদয়পুর উৎসব স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ট্রেনটি বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে উদয়পুর থেকে প্রত্যেক শনিবার তথা ২৬ জুন থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রত্যেক সোমবার তথা ২৮ জুন থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলাচল করবে।

তিনি বলেন, ওই ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময়ের বিস্তৃত বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। সাথে তিনি সকল যাত্রীদের মনে রাখতে বলেছেন, যাত্রীরা নিজেদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোর পর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বাস্থ্য বিধি মানতে হবে। সমস্ত যাত্রীদের এ সম্পর্কে রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

রাজ্যে বিরোধীরা আক্রান্ত বিক্ষোভ মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। বিরোধী দলের আন্দোলন কর্মসূচির ওপর ক্রমাগত হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার রাজধানীর আগরতলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে সিপিআইএম। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চলাকালে শাসকদল আশ্রিত দুর্বৃত্তরা আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালানোর প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছে দল, দাবি সিপিআইএমের।

এদিন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির অফিসের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে সিপিআইএম বিভাগীয় সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলি একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, রাজনগরে বিধায়ক সুধন দাসকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। পিপলস রিলিফ ভলান্টিয়ার্সরা এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে ধলেশ্বরে এবং রামঠাকুর সংঘ এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থকরা। তাতে আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা সহ তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।

দুষ্কৃতকারীরা পার্টি অফিসেও ভাঙচুর চালিয়েছে। আন্দোলন কর্মসূচির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নের ধারাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের একাধিক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জুন।। উন্নয়নের ধারাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে তথ্য ও প্রযুক্তির বিকল্প নেই, তার প্রামাণ্য দলিল তুলে ধরলেন দফতরের অধিকর্তা নরেশ বাবু এন। একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য দাবি করে তিনি তথ্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, সমস্ত সুবিধাভোগী-কেন্দ্রিক প্রকল্পকে একই ছাতার নীচে আনার জন্য তৈরি হয়েছে বিএমএস। লিগ্যাসি অ্যাপ্লিকেশন, বিএমএস এবং ড্যাশবোর্ড এই তিনটি মুখ্য মডিউল রয়েছে এতে। মে মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় ২০টি দফতরের ৮,২১,৬৭৪ জন সুবিধাভোগীর তথ্য তাতে আপলোড করা হয়েছে। টাকার লেনদেনের সুবিধার্থে বিএমএস তথ্য বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিবিটি)-কে ট্রেজারির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। মে মাস পর্যন্ত ড্যাশবোর্ডে ৪,১১,৫৮৪ জন সুবিধাভোগীর তথ্য আপলোড করা হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, অনলাইন গভর্নমেন্ট রিসিটস অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের মিশন মোড প্রকল্পের অন্তর্গত একটি ই-গভর্নন্যাস উদ্যোগ। এর মাধ্যমে অনলাইন ও ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে কর/কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে সুবিধা হয়েছে। ১৬টি ই-ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবার সাথেও এটি যুক্ত।

তিনি বলেন, সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে জানাতে এবং তার পরিষেবা দিতে ক্ষুথল্প ওদ্রন্ত নামক স্টার্ট-আপ এর সাথে মিলে জাগ্রত ত্রিপুরা অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি ও চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গত ২ মার্চ এই অ্যাপ্লিকেশন ও মোবাইল অ্যাপটি চালু করেন। তার মাধ্যমে নাগরিকরা সহজেই কোনও প্রকল্প সম্পর্কে তাঁদের যোগ্যতা এবং কীভাবে তার সুবিধা নেওয়া যায় তা জানাতে পারবেন।

এদিন তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উপর সঠিক নজরদারির লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর টাস্ক মনিটরিং সিস্টেম বা টিএমএস নামক সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। টিএমএস-এর অন্তর্গত রয়েছে টিএমএস অ্যানড্রয়েড অ্যাপ, বিভিন্ন দফতরের টাস্ক অ্যালোকেশন, ড্যাশবোর্ড ভিউ, প্রতি সপ্তাহে সমস্ত দফতরকে এসএমএস পাঠানো ইত্যাদি। ত্রিপুরা সরকারের ১০০টি দফতর এবং সমস্ত সচিবস্তরীয় ব্যবহারকারীরা এর সাথে যুক্ত রয়েছেন।

তিনি বলেন, পঞ্চায়েত মনিটরিং সিস্টেম বা পিএমএস হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি স্তরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের উপর সঠিক নজরদারির জন্য একটি ওয়েব ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন লাইন দফতর তাদের ক্ষেত্র অনুসারে নথিভুক্ত বিষয়ের তথ্য এখানে দেখতে পারেন। তথ্য ও প্রযুক্তি দফতর গ্রামোন্নয়ন (পঞ্চায়েত) দফতরের জন্য এই প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা চালু রয়েছে।

নরেশ বাবু এন আরও জানিয়েছেন, ২০১০ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টার দিনরাত কাজ করে চলেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিরক্ষামন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

কাশ্মীরে ড্রোন হামলা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): কাশ্মীরে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কী ভাবে ভারতীয় সেনাকে আধুনিক করে তোলা যায় তা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মঙ্গলবারের এই জরুরি বৈঠক সেনাকে আরও অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারেরর মাধ্যমে কী ভাবে ভারতীয় সেনাকে আধুনিক করে তোলা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শনিবার মধ্যরাতে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে দু'টি বিস্ফোরণ হয়। জম্মু এয়ারপোর্টের ওই ঘটনায় তেমন বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আতঙ্ক তৈরি হয়। তার পরেই সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নড়েচড়ে বসে সরকার। সূত্রের খবর, কাশ্মীরে কী ভাবে পুলিশ ও সেনা দলে আরও বেশি করে স্থানীয় সাধারণ যুবক-যুবতীদের যুক্ত করা যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ প্রধান দিলবাগ সিং জানিয়েছিলেন, এই হামলার পিছনে লস্কর জঙ্গিদেরও হাত থাকতে পারে। তবে ৩৭০ ধারা বিলোপ ও কাশ্মীর ভাগের পর থেকে সেখানে হিংসার পরিমাণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৫০ ◻ ৩০ জুন ২০২১ ইং ◻ ১৫ আষাঢ় ◻ বুধবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধি উদ্বেগ বাড়াইতেছে

পেট্রোপণ্যের মূল্য উদ্বেগ বাড়াইয়াছে গোটা দেশবাসীর। জ্বালানি তেলের দাম বারোটি রাজ্যে সেঞ্চুরি হাঁকাইয়াছে। ত্রিপুরাতেও পেট্রল শতকের দোরগোড়ায়। তবু হেলদোল নাই কেন্দ্রীয় সরকারের। সরকার তেলা মাথায় তেল দিতেই পটু। গরিব মধ্যবিত্তের স্বার্থের কথা ভাবে না। তাই বাস্তব সত্যকে আড়াল করিয়া রাজকোষ ভরাইতেই ব্যস্ত। অশোধিত তেলের দাম বিশ্ববাজারে বাড়িলে ভারতেও জ্বালানি তেলের দামের উপর তাহার প্রভাব পড়ে। একথা অজানা নয়। আর তেলের দাম বাড়িলে পণ্যপরিবহণ খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় নিত্যপণ্যের দাম যে ঊর্ধমুখী হইবে তাহাও স্বাভাবিক। এমন সময়ে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাইতে জনকল্যাণকামী সরকারের যেসব উদ্যোগ নেওয়া উচিত তাহা আদৌ করিতেছে না সরকার। উল্টে তাহারা পেট্রোল, ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক রেকর্ড পরিমাণ বাড়াইয়া এই কোভিডকালেও সরকারের কোষাগার ভরাইতে উদ্যোগী হইয়াছে। এনিয়া সমালোচনাকে পাত্তা না দিয়া রাজনৈতিক তরজায় মাতিয়াছে। নির্লজ্জের মতো বলিতেছে, জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধির কারণে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু তেলের দাম আগুন কেন? দায় এড়াইয়া গিয়াছে সরকার। অথচ, এই পরিস্থিতিতে তেলের উৎপাদন শুল্ক কমাইয়া সাধারণ মানুষকে কিছুটা সুরাহা দেওয়াই যাইত। সেটা না করিয়া অমানবিক আচরণ করিতেছে কেন্দ্র। তাই মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় মানুষের ভোগান্তি বাড়িয়াছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবারই পেট্রোল, ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক বাড়াইয়াই গিয়াছে সরকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসিবার সময় এই শুল্ক ছিল যথাক্রমে ৯.৪৮ টাকা ও ৩.৫৬ টাকা। মহামারীকালে তাহা বাড়িয়ি হইয়াছে ৩২.৯০ টাকা ও ৩১.৮০ টাকা। এমনকী, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম যখন কমিয়াছে তখনও তাহির সুবিধা মানুষকে পাইতে দেয়নি এই সরকার। নানা অজুহাতে এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে অর্থ সংগ্রহের ধুয়ো তুলিয়া ক্রমাগত উৎপাদন শুল্ক বাড়াইয়াছে। তাই পেট্রোল, ডিজেলের দাম অতীতের সব রেকর্ড বারবার ভাঙিয়াছে। তেলের চড়া দামের কারণে প্রায় সব জিনিস অগ্নিমূল্য হইয়াছে জানিয়াও কর পুনর্গঠনের পথে হাঁটে নাই কেন্দ্র। কোষাগারে বাড়তি অর্থ আনিবারর তাগিদে শুল্ক আদায়ে অনমনীয় মনোভাব দেখাইয়া নির্দয় আচরণই তাহারা করিতেছে। সরকারের এমন মানসিকতা প্রত্যাশিত নয়।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আঘাত নামিয়া আসিয়াছে। এটাই আমজনতার ললাট লিখন। দুর্ভোগ অব্যাহত। তাহার মধ্যে ফের দাম বৃদ্ধির কারণে উদ্বেগ আরও বাড়িল। পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি কোভিডক্লিষ্ট অর্থনীতিতে আরো বিপদজনক হইয়া উঠিয়াছে।

পেট্রোল ডিজেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে না আনিলে ইহার প্রভাব অংশের মানুষের ওপর পড়িবে। সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে নিম্ন মধ্যবিত্ত গরিব অংশের মানুষ। একথা অনস্বীকার্য যে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে পরিবহন ব্যয় বাড়িয়া যায়। পরিবহন ব্যয় বাড়িয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। মানুষের আয়ের ক্ষমতা না বাড়াইয়া এইভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটাইলে মানুষ আরো অসহায় হইয়া পড়িবে। করোনা সংকটে মানুষ আর্থিক দিক দিয়া বিপর্যস্ত। অন্যদিকে ক্রমাগত জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে। জটিল সমস্যা হইতে জনগণকে রক্ষা করিতে সরকারকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় বিশৃঙ্খলা বাড়িবে। তাহাতে সরকারও সমস্যায় পড়িতে বাধ্য হইবে।

টিকা কাণ্ডে এবার তদন্তে ইডি

কলকাতা, ২৯ জুন (হি স)। টিকা কাণ্ডে এবার তদন্তে নামছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের অফিসারেরা প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট খবরগুলো নিয়ে একটি বৈঠক করেন।গত সপ্তাহে ভুয়ো টিকা কাণ্ডে তদন্তের দায়ভার নেয় কলকাতা পুলিশ। গঠন করা হয় সিট। যারা এই তদন্তে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার ও দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধে একাধিক জালিয়াতির প্রমাণ জোগাড় করেছে। এবার এই ঘটনায় তদন্তের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ইডি।

জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের কাছে ভুয়ো টিকা কাণ্ডে দায়ের হওয়া সমস্ত মামলার তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে খবর, কোন কোন থানায়, ক'টি এফআইআর দায়ের হয়েছে? তদন্তে কী কী তথ্য মিলেছে? এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে ইডি মারফত ই মেল করা হয়েছে। তার মধ্যেই প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে ইডি।

সোমবারই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর তরফে এই ভুয়ো টিকাকাণ্ডে বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে ই-মেল করা হয়। কলকাতা পুলিশকে অবিলম্বে দ্রুত সেই সমস্ত তথ্য দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ভুয়ো টিকাকাণ্ডে দেবাঞ্জনের গ্রেফতারির পর বিজেপি তথা বিরোধী দলগুলির তরফে ঘটনার সিবিআই বা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের দাবি জানানো হয়। যদিও রাজ্য সরকার নিজেদের পুলিশের উপরই ভরসা রাখে। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে পুলিশ কমিশনার সৌমেন মিত্রকে দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এবার ঘটনার মোড় নিয়ে ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা করে তদন্তে নামতে তৈরি কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি।

সূত্রের খবর, দেবাঞ্জনের মামলায় রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রের নামও জড়িয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভুয়ো চিঠিতে কেন্দ্রের সংস্থার নাম জোড়ায় বিতর্ক শুরু হয়। তাই এবার ইডির তরফে তদন্তে নেমে মামলার তদন্ত শুরু করতে চাইছে। ইডি মারফত জানা গিয়েছে, দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ভুয়ো টিকাকাণ্ডে তারা আর্থিক প্রতারণার মামলা রুজু করবে বলে জানা গিয়েছে। আর্থিক তছরূপ আইনের আওতায় এফআইআর করে দ্রুত তদন্ত শুরু করতেই কলকাতা পুলিশকে ই"মেল করে ইডি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

"দেবাঞ্জন অপরাধী নয়", দাবি মায়ের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): যত দিন এগোচ্ছে ততোই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে কসবা জাল ভ্যাকসিন কাণ্ডে। সম্প্রতি পুরসভার যুগ্ম কমিশনারের পরিচয়ে ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চালানোর অভিযোগ ওঠে দেবাঞ্জন দেবের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু ছেলে অপরাধী মানতে নারাজ দেবাঞ্জনের মা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে "দেবাঞ্জন অপরাধী নয়" এমনটাই দাবি করলেন অভিযুক্তর মা।

সম্প্রতি, কসবায় এক ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পে গিয়ে ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তারকা সংসদ মিমি চক্রবর্তীও। কিন্তু এরপরেই অভিযোগ ওঠে যে ওই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ভুয়ো। সরকারি নথি জাল করে ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চলে সেখানে। পুরসভার যুগ্ম কমিশনারের পরিচয় ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চালায় অভিযুক্ত দেবাঞ্জন দেব। সেই ক্যাম্প থেকে ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন বহু মানুষ। যতদিন এগোচ্ছে ততোই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে কসবা ভ্যাকসিন কাণ্ডে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত দেবাঞ্জনের পাশাপাশি ভুয়ো ভ্যাকসিনকাণ্ডে সোমবার মাঝরাতে গ্রেফতার করা হয় দেবাঞ্জনের খুড়তুতো দাদা কাঞ্চন দেব ও সহযোগী শরত পাত্রকে। অপরদিকে, এদিন দেবাঞ্জন দেবের মা আলিপুর আদালতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি একটাই কথা বলেন বলেন, "দেবাঞ্জন দেব অপরাধী নয় "। তাকে আরও অন্যান্য প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালামের অনন্য গুরুভক্তি

বিমলকুমার শীট

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ব্যক্তির কাছে যেমন গর্বের তেমনি সমান গর্বের ওই দেশের মানুষের ও সমগ্র বিশ্ববাসীর। পাকিস্তানবাসীর কাছে গর্বের বিষয় হল পাক নাগরিক মোহাম্মদ আবদুস সালামের ১৯৭৯ সালে যৌথভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাপ্তি। এ পর্যন্ত ১২ জন মুসলিমকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানে তিনজন,(আবদুস সালাম, আহমেদ জাওয়াইল, আজিজ সানকার) শান্তির জন্য সাতজন ও সাহিত্যে দুজনকে যা মোট নোবেল পুরস্কারের ১.৪ শতাংশ। আবদুস সালাম ছিলেন মুসলিম দুনিয়ার প্রথম নোবেল জয়ী। এমন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানীর গুরুভক্তি ছিল বর্তমান যুগে বিস্ময়।

অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের 'ঝাঙ' নামে এক ছোট শহরে এক পাঞ্জাবী মুসলিম পরিবারে ১৯২৬ সালে সালাম জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে তিনি পড়াশুনায় খুবই মেধাবী ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রেকর্ড করা সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করার পর পুরোশহরের মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে আসেন। তিনি লাহোরের সরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে সেকানে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো দেখেন। ইংরেজি ও উর্দু সাহিত্যে তিনি দক্ষ ছিলেন। তাই তাঁর পরামর্শদাতারা চাইলেন তিনি ইংরেজির শিক্ষক হন। কিন্তু সালাম গণতিকে বিএ ক্লাসের বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন এবং চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হিসাবে বেছে নিলেন এবং চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হিসাবে শ্রীনিবাস রামানুজনের গণিতের সমস্যা নিয়ে তার কাজ প্রকাশ করলেন। পিতা চাইলেন সালাম সিভিলসার্ভিসে যোগ দিক কারণ ওই সময় এসেশীয় যুবকের স্বপ্নের চাকরি ছিলএই আইসিএস। যে কোনও কারণে হোক সালাম সে পথে যায়নি। তিনি ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রি লাভ করে উচ্চশিক্ষা লাবের জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানে বেন্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপে পান। সালামের মধ্যে অনন্য সাধারণ প্রতিভা রয়েছে বুঝতে পেরে ডিরাক তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানী হওয়ার পরামর্শ দেন। এখানেই আবদুস সালামের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ১৯৫২ সালে তিনি কেন্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর দেশে ফিরে এলেও আবার তিনি বিদেশে পাড়ি দেন। ১৯৫৭ সাল থেকে সালাম লন্ডনে 'ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ' তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ইতালির ত্রিয়েস্তেতে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ ফিওরেটিক্যাল ফিজিক্স প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন এবং আজীবন এর ডিরেক্টর পদে ছিলেন। উদ্দেশ্য তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের পদার্থবিদদের সহায়তা দেওয়া। আবসুদ সালাম ও অপর দুই মাকিন পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক স্টিভেন ভিনবার্গ এবং অধ্যাপক শেলজন এল গ্লাসো এই তিন বিজ্ঞানীর পদার্থবিজ্ঞানে অসাধারণ কাজের জন্য ১৯৭৯ সালে তাদের নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিষয়টি ছিল বিজ্ঞানীদের বাষায় 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি' বা 'একক ক্ষেত্রে তত্ত্ব' নামে পরিচিত। পদার্থবিজ্ঞঅনীদের মতে বিশ্বব্রহ্মান্ডে বস্তুকনা থেকে আরম্ভ করে গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির সৃষ্টি রূপান্তর ও কার্যকলাপের মূলে আছে চার রকম মৌলিক বলবা। ফোর্স। এগুলি হল মহাকর্ষ বল, স্ট্রং ফোর্স বা প্রবল বল, তৃতীয় তড়িৎ চৌম্বকবল এবং 'উইক ফোস' অর্থাৎ মৃদু বল।

আপতদৃষ্টিতে এই চারটি বলের পৃথক সত্তা আছে বলে মনে হয় কিন্তু বিশ্বের বিজ্ঞানীদের ধারণা যে এই চার রকম বলের উৎস হয়ত একই। প্রত্যেক রকম বলের প্রভাব এক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের অনেক বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীই এই চার রকম বলের ক্ষেত্রের পৃথক পৃথক সত্তা হিসাবে মনে হলেও আসলে তারা একই সত্তার চতুর্মুখী প্রকাশ। এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানীরা আখ্যা দিয়েছেন'ইউইনফায়েড ফিল্ডথিওরি'। এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর জীবন সায়াহ্নে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। একাজে পরবর্তীকালে আংশিক সাফল্য লাভ করেছিলেন আবদুস সালাম এবং তাঁর দুই সতীর্থ মার্কিন বিজ্ঞানী। পরমাণুর কেন্দ্রে যে দুর্বল বল বা মৃদুবল সক্রিয় আছে, তাঁর চরিত্র যে তড়িৎ চৌম্বক বলেরই মত সালাম, ভিনবার্গ ও গ্লাসো। তাঁদের তত্ত্বে সেটাই জোরালোভাবে তুলে ধরতে

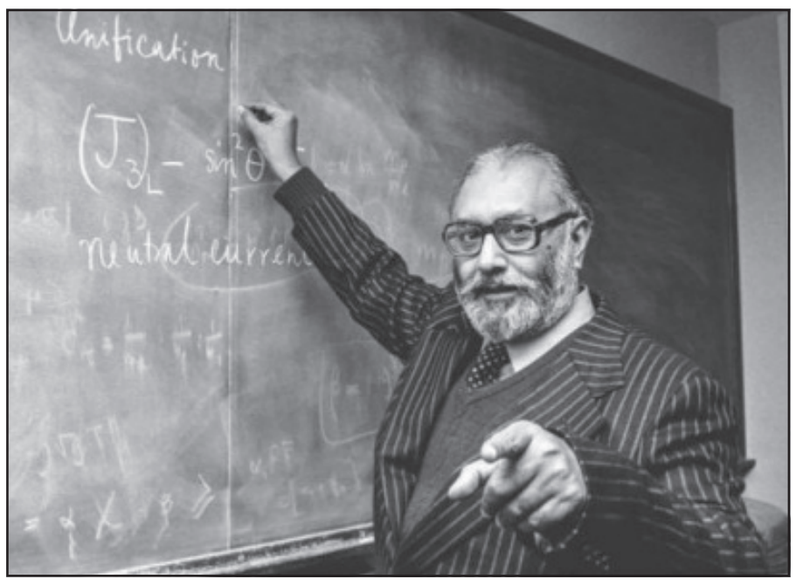

পেরেছেন। এবং বিজ্ঞানী গ্লাসো তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে চার রকম বলের মধ্যে দু' রকম বলের একীকৃত্বে ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এঁরা তিনজন। একত্রে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আবদুস সালামের অপর কৃতিত্ব হল 'ওমেগা মাইনাস' নামে এর রকম মৌল কণা আবিষ্কারে।

নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী সালাম দেশের বিজ্ঞানের উন্নতিতে যথেষ্ট ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে এবং এই অবস্থানটি থেকে দেশের বিজ্ঞানের পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন। পাক পরমাণবিক শক্তির উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ উল্লেখ্য। পাক মহাকাশ ও উচ্চতর বায়ুমণ্ডল গবেষণার কমিশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। সেই সঙ্গে পারমাণবিক বোমা প্রজেক্ট গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। তিনি পিএইচডি করার জন্য পাকিস্তান থেকে প্রায় পাঁচশ পদার্থবিদ, গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীদের যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেরা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে ছিলেন। এই নোবেল জয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালামের নাম ঘটনাচক্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার (১৯৭৯-১৯৮৩)। তাঁর সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন সর্বাধিকারী স্বর্ণপদকে ভূষিত করার জন্য সালামকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু অধ্যাপক সালাম একটি শর্তে ওই আমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হন। শর্তটি হল কলকাতায় রয়েছেন তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক অনিলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮২)। তাঁকে আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানিত করতে হবে। তাঁর গুরু অনিলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ সালে পিওণ ম্যাথামেটিক্স এক এ এবং ১৯১৮ সালে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্সে এম এ পাশ করেন। অকৃতদার এই অধ্যাপকের ছাত্ররাই ছিল তাঁর সন্তানতুল্য। তিনি লাহোরে সনাতন ধর্ম কলেজে অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং দেশভাগ এর কিছুদিন পর পাকিস্তানের লাহোর থেকে ভারতে চলে আসেন। এই সময় পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পাকিস্তানের বিজ্ঞানী আবদুস সালাম ছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সালামের প্রস্তাব মেনে নেন এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'এমিনেন্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করে অনিলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রথম এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন (২১.০১.১৯৮১) তারপর আবদুস সালাম কলকাতায় এলে তাঁকে উপাচর্য পোদ্দার সঙ্গে করে অনিলেন্দ্রনাথের বাড়ি নিয়ে যান। দীক্ষান্ত ভাষণের পূর্বে সালাম সাক্ষাৎ করেন তাঁর গুরু অনিলেন্দ্রনাথের সাইথ চক্রবেড়িয়া রোডের বাসভবনে। সঙ্গে আনা নোবেল পুরস্কারের নোবেল পদকটি শিক্ষাগুরুকে দেখান। গুরুকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নেন। তারপ সালাম বলেন, 'স্যার লাহোর কলেজে আপনার কাছ থেকে অঙ্কশাস্ত্রে যেটুকু শিখেছিলাম কেন্ত্রিজে গিয়ে তাঁর থেকে বেশি কিছু শিখতে পারিনি। গুরুর প্রতি শিষ্য সালামের এরূপ শ্রদ্ধা বর্তমান সময়ে বিরলতম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী সালামের দীক্ষান্ত ভাষণ প্রদানের সময় অধ্যাপক জহর সেন ও অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক সেন জানালেন যে সালাম দারুণ বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যোগাযোগ কোথায়? তা তিনি সুন্দরবাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সালাম কোন লিখিত ভাষণ পাঠ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনভাবে এই ভাষণ সংরক্ষণ করেননি। পরে এ সম্পর্কে অধ্যাপক সেন বেতারে তাঁর স্মৃতিচারণা করেছিলেন। পাক বিজ্ঞানী আবদুস সালামের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাক সরকার কর্তৃক তিনি উপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি পাননি। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে আহমদিয়া সম্প্রদায় ও তাঁদের মসজিদের উপরও হামলা সালামকে ব্যথিত করেছিল। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সংসদ পাক সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আহমদিয়া সম্প্রদায়কেত অমুসলিম হিসাবে ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে বিজ্ঞানী আবদুস সালাম দেশ ছেড়ে লন্ডনে চলে যান তবে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। ১৯৯৬ সালে ব্রিটেনে তাঁর মৃতুর পর মরদেহ পাকিস্তানে আনা হয়। ১৩ হাজার পুরুষও মহিলা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর জানা যায় প্রায় ৩০ হাজার লোক অংশ নিয়েছিলেন। সালামের সমাধিতে ১ ম লেখা ছিল "First Muslim, Nobel Laureate" । কিন্তু পরে পাক সরকার মুসলিম শব্দটি সরিয়ে নেয় এইভাবে পাকিস্তানে বিজ্ঞানী সালাম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্নাতকোত্তার

হিয়া মুখোপাধ্যায়

জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে আমি যখন গবেষণার কাজ করছিলাম, তখন জাপান ও জাপানিদের সংস্কৃতি,প্রথা ও রীতি-নীতিকে কাছ থেকে জানার সুযোগ হয়েছিল। এসব প্রথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সোতসুগিও রিওকোউ'। জাপানি ছেলে মেয়েদের ছাত্রজীবনে এই প্রথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জাপানে ছেলেমেয়ারা যখন উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের ডিগ্রি সংগ্রহ করে তখন সেই বিশেষ মুহূর্তকে আরও বরণীয় ও স্মরণীয় করার জন্য ' সোতসুগিও রিওকেউ'—অর্থাৎ স্নাতককালীন ভ্রমণে যাওয়া রীতি জাপানি ভাষায় 'সোতসুগিও' মানে উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা। আর 'রিওকোউ' শব্দের অর্থ হল ভ্রমণ। জাপানি স্নাতক ছেলেমেয়েরা এই ভ্রমণের পরিকল্পনা এক থেকে দু'মাস আগে কিংবা ডিগ্রি নেওয়ার পরপরই করে থাকে। একা একা নয় এই ভ্রমণ। যেহেতু উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়াটা জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের নব্ধু, প্রেমিক বা প্রেমিকা কিংবা পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করে দেশে কিংবা বিদেশের কোনও বিশিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করে থাকে। 'সোতসুগিও রিওকেউ' তে যাওয়ার জন্য খুব উচ্ছ্বসিত এবং উতলা হয়ে থাকে। উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে করতে এই ভ্রমণের তারিখ ও স্থান কী হবে, সেই নিয়ে নানা স্বপ্নের মায়াজাল বুনতে শুরু করে। তারা যখন উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে তখন থেকেই পারিপার্শ্বিক লোকজন ও নিকট বন্ধবান্ধব খুব তাদের কাছে 'সোতসুগিও রিওকেউ'-তে যাওয়ার হরেক প্ল্যান জানতে চায়। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, এরা কিন্তু মা-বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই ভ্রমণ করে না—নিজেরা 'আরুবাইতো'-র (জাপানি ভাষায় 'পার্টি' টাইম কাজ') মাধ্যমে টাকা পয়সা বেশ ভালরকম জমিয়ে পছন্দের জায়গায় ভ্রমণ করে থাকে।

'সোতসুগিও রিওকেউ'-কে কেন্দ্র করে জাপানে বিভিন্ন ট্র্যাভেল এজেন্সি নানা ধরনের আকর্ষণীয় ভ্রমণ-প্যাকেজের সমাহার নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থিত হয়। রীতিমতো একটা উৎসবের আকার ধারণ করে ব্যাপারটা। এজেন্সিগুলো তাদের প্যাকেজ সম্বন্ধে অবগত করার জন্য বিভিন্ন বুকলেট তৈরি করে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে সেগুলিকে বিলিয়ে দেয়। ভ্রমণের জন্য আগে থেকে বুকিং করে না রাখলে বেশিরভাগ জায়গার হোটেল, ট্রেন ও প্লেনের টিকিট খুব তাড়াতাড়ি সংরক্ষিত হয়ে যায়। তাই অনেক আগে থেকে নিজেদের গন্তব্য কিংবা পছন্দের প্যাকেড টুর নির্বাচন করে রাখতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। জাপানিরা গড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নিজেদের জীবনের প্রত্যেকটা মিনিট অতিবাহিত করে, তাই তাদের কাছে সময়ের সঙ্গে চলাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরপরই ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ চাকরির স্থানে যোগ দিতে হয় বলে আলাদা করে এই 'সোতসুগিও রিওকোউ'-তে যাওয়ার জন্য সময় বের করা কিংবা ছুটি নেওয়া তাদের পক্ষে কার্যত কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তারা গ্র্যাজুয়েট হওয়ার আগে এই 'সোতসুগিও রিওকোউ' সেরে ফেলার চেষ্টা করে।

'সোতসুগিও রিওকোউ'তে ছেলেমেয়েরা সাধারণত জাপানের নিকটবর্তী দেশ তথা সাউথ কোরিয়া, তাইওয়ান,চায়না, ফিলিপিন্স, ব্যাংকক ইত্যাদি স্থানকে নিজেদের গন্তব্য হিসাবে নির্বাচন করে থাকে।কারণ এই সমস্ত জায়গায় অল্প কয়েক দিনের জন্য কম খরচে ওরে আসা যায়। যাদের কাছে টাকা খরচ করা খুব একটা বড় ব্যাপার নয়, তারা নিজেদের 'সোতসুগিও রিওকোউ' আরও রোমাঞ্চকর ও স্মরণীয় করার জন্য ইউরোপের কোনও ঐতিহাসিক নিদর্সন স্থান কিংবা হাওয়াইদ্বীপপুঞ্জের মতো জায়গা বেছে নেয়। দেশের মধ্যে হলে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে জাপানের বিখ্যাত স্থান এবং প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিচিত জায়গা— যেমন কিওটো, নারা, হিরোশিমা, মাউইন্ট পুজি, ওকিনাওয়া—ইত্যাদিতে ভ্রমণ করতে পছন্দ পারে, 'সোতসুগিও রিওকোড' জাপানি ছেলেমেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন থেকে পুরোপুরিভাবে অবসর নেওয়ার জন্য মনে যেমন উদ্দীপনা তৈরিতে সাহায্য করে, তেমনই ছাত্রজীবনের শেষ মুহূর্তের কিছু অবিস্মরণীয় মূল্যবান স্মৃতি নির্মাণেও তা সহায়ক।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করিমগঞ্জে ভ্যাকসিনের নামে চলছে নানা অনিয়ম, জেলাশাসককে নালিশ বিধায়ক কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : করোনা প্রতিরোধে ভ্যাকসিনই একমাত্র ভরসা। নির্ভয়ে ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। কিন্তু সরকারের কথায় এবং বাস্তবে বিস্তর ফারাক রয়েছে। করিমগঞ্জ জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভ্যাকসিনের যোগান নেই। প্রতিদিন জেলার প্রত্যেকটি ভ্যাকসিন সেন্টারে সাধারণ জনগণ ভোররাত থেকে লাইনে দাঁড়ান। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও শেষ পর্যন্ত একরাশ নিরাশা নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয় তাঁদের। একে-তো ভ্যাকসিনের অভাব, তার উপর ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু সংখ্যক লোক পক্ষপাতিত্ব করছেন। এমনই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। এই সকল অভাব অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তা সহ জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন তিনি। ভ্যাকসিনের অভাব সহ সেন্টারগুলোতে করোনার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনের চিত্র জেলাশাসক খগেশ্বর পেগুর সামনে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন কমলাক্ষ। সেই সঙ্গে তিনি জেলাশাসকের কাছে নালিশ করে বলেন, এমনিতেই জেলায় চাহিদার তুলনায় ভ্যাকসিনের সাপ্লাই কম। তার উপর এক শ্রেণির লোক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভ্যাকসিন প্রদানে পক্ষপাতিত্ব করছেন। এতে সাধারণ জনগণকে প্রতিনিয়ত নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এই অতিমারির সময় যা মোটেই কাম্য নয়। ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে জেলাশাসকের কাছে অনুরোধ জানান বিধায়ক কমলাক্ষ।

জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আরও বলেন, করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের বিধি নিষেধ জারি থাকলেও, জেলার কোনও একটি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে তা মানা হচ্ছে না। ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য সাধারণ জনগণের ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্তরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে জেলাশাসকের কাছে আবেদন রাখেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

শহর সহ জেলার প্রত্যেকটি ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে কোন ধরনের কোভিড প্রোটোকল মানা হচ্ছে না। এতে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান। ভ্যাকসিন নিতে আসা জনগনকে মাস্ক পরিধান সহ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে দাঁড়াতে সচেতন করার জন্য সেন্টারগুলোতে যুব কংগ্রেসের সদস্যরা ইচ্ছুক। জেলাশাসকের কাছে বিধায়ক কমলাক্ষ এই আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিধায়কের অনুরোধে ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে যুব কংগ্রেসের সদস্যদের জনগণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে সম্মতি জানান জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু।

ভ্যাকসিনেশন সেন্টারগুলোতে সাধারণ জনগণকে সরকারের পক্ষ থেকে কী ধরনের সাহায্য করা হয়? এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলাশাসক বিধায়ক কমলাক্ষকে জানান, প্রত্যেকটি সেন্টারে ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে। ভ্যাকসিন নিতে আগত প্রত্যেককে একটি জলের বোতল দেওয়ার কথা। বসার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করারও কথা, জানান জেলাশাসক। কিন্তু কোনও সেন্টারেই জল দেওয়া তো দূরের কথা, বসারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না বলে জেলাশাসককে নালিশ জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরে জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনায় আরও অনেক অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন তিনি। ভ্যাকসিনেশন সেন্টারগুলোতে কোভিড প্রোটোকল কঠোর ভাবে বলবৎ করা সহ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সব রকমের ব্যবস্থা করা হবে বলে বিধায়ক কমলাক্ষকে প্রতিশ্রুতি দেন জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু। জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিধায়কের সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, সহ-সভাপতি উত্তম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র শুভঙ্কর দাস, সৈয়দ জাহান প্রমুখ।

আগামী মঙ্গলবার টেট কাউন্সেলিয়ের নির্ঘণ্ট ঘোষণা

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও রাজ্যজুড়ে বর্তমান করোনা। করোনা হানায় চলতি বছর বাতিল হয়েছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তবে,এই পরিস্থিতিতে এবার হবু শিক্ষকদের জন্য সুখবর। টেট নিয়ে মিটল চিন্তা। আগামী মঙ্গলবার পর্ষদের ওয়েবসাইটে টেট কাউন্সেলিয়ের নির্ঘণ্ট ঘোষণা মঙ্গলবার এমনটাই খবর পর্ষদ সূত্রে। দেশ তথা রাজ্যজুড়ে বর্তমানে একটাই আতঙ্ক তা হলো করোনা। করোনা আতঙ্কে বর্তমানে রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। যার ফলে বন্ধ রয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। এই পরিস্থিতিতে টেট নিয়ে ঘোষণা পর্ষদের। এদিন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, আগামী মঙ্গলবার পর্ষদের ওয়েবসাইটে কাউন্সেলিয়ের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হবে। পুজোর আগেই টেট পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে। রেজাল্ট প্রকাশ হওয়ার আগে প্রশ্নের উত্তর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। আর তারপরেই টেট পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হবে। মেধার ভিত্তিতে উত্তীর্ণরাই নিয়োগপত্র পাবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের তৃতীয় দফার টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল গত জানুয়ারি মাসে তখন প্রায় আড়াই লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

হাফলং হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত সাত শিশু চিকিৎসাধীন

হাফলং (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : কোভিড ১৯-এর তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় যখন সবাই আতঙ্কগ্রস্ত, ঠিক তখন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। সমগ্র রাজ্যে গত তিন মাসে ৩৪ হাজার ৩৪৩ জন শিশু কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে ১৪ বছরের নীচে ও নবজাতক শিশুও রয়েছে। আর এ নিয়েই উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যজুড়ে। এমন-কি ডিমা হাসাও জেলায়ও শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে কোভিডে। হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে সাতটি শিশু চিকিৎসাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ছয় মাসেরও এক শিশু রয়েছে, জানিয়েছেন হাফলং সরকারি হাসপাতালের সুপার ডা. কল্পনা কেম্প্রাই। তিনি বলেন, বর্তমানে হাফলং সরকারি চিকিৎসালয়ে মোট সাতজন শিশু কোভিডে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। এরা সবাই ছয়মাস থেকে শুরু করে ১৪ বছরের নীচের শিশু। তাই শিশুদের নিয়ে বাবা-মা তথা অভিভাবকদের অধিক সাবধানতা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছেন ডা. কেম্প্রাই। কোনও অবস্থাতেই যাতে শিশুদের ঘরের বাইরে বা কোনও জমায়েত স্থানে, বাজারহাটে নিয়ে বাবা মায়েরা বের না হন। কারণ এ থেকেই সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া শিশুদের সব সময় পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো উপযুক্ত বলে জানান ডা. কল্পনা কেম্প্রাই।

উল্লেখ্য, কোভিডের ভয়বহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুরা যাতে কোভিডে আক্রান্ত না হয়, তার জন্য সমগ্র রাজ্যে বন্ধ রয়েছে বিদ্যালয়। এমন-কি করোনার জেরে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ বাতিল করে দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু তার পরও একাংশ টিউটর গ্রুপ টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এতেই শিশু ও ছাত্রছাত্রীরা করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হচ্ছে বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। তাই এ-ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে বলে মনে করে সচেতন মহল।

অরুণাচলের চিন সীমান্তে সেনাকার্যে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ সেতু ভেঙে ভরা নদীতে ট্রাক, নিখোঁজ তিন আরোহী

দেশের অন্য অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন আপার সিয়াং ও সিয়াং জেলা

ইটানগর, ২৯ জুন (হি.স.) : অরুণাচল প্রদশের ভারত-চিন সীমান্তবর্তী এলাকায় সেনাকার্যে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ একটি লোহার সেতু ভেঙে ভরা নদীতে পড়েছে। এই পণ্যবাহী একটি ট্রাকও নদীর জলে পড়ে গেছে। দুর্ঘটনায় চালক সহ ট্রাকের তিন আরোহী নিখোঁজ হয়ে গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, জলের তোড়ে ট্রাক সহ তাঁরা সকলেই ভাটির দিকে ভেসে গেছেন। এদিকে নিখোঁজদের উদ্ধারে নামানো হয়েছে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ। লোহার সেতু ভেঙে যাওয়ায় আপার সিয়াং এবং সিয়াং জেলা দেশের অন্য অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই সেতু আন্তর্জাতিক সীমান্তে সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সিয়াঙের জেলাশাসক এ তায়েঙ জানান, গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ি নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। সব নদীতে বইছে প্রচণ্ড স্রোত। এমতাবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ আপার সিয়াং এবং সিয়াং জেলার সংযোগ রক্ষাকারী এই লোহার সেতু হঠাৎ হুড়মুড় করে নদীতে ভেঙে পড়ে। সে সময় একটি পণ্যবাহী ট্রাকও সেতুর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জেলাশাসক জানান, ট্রাক সমেত চালক সহ তিনজন সেতু ভেঙে ভরা স্রোতস্বিনী নদীতে পড়ে হারিয়ে যান। পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলাশাসক বলেন, ট্রাকে যে তিন আরোহী ছিলেন তাঁদের যথাক্রমে রাহুল তামাং (২২, রঞ্জিত সূত্রধর (২১) এবং মিথিঙ্গা বড়ো (১৯) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁদের উদ্ধার করতে সঙ্গে সঙ্গে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ-এর জওয়ানদের নিয়ে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় সিয়াং জেলার সঙ্গে গোটা রাজ্য তথা দেশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ঘটে গেছে। কবে নাগাদ সেতুটি পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হবে তা এখনই বলতে পারেননি জেলাশাসক এ তায়েঙ। তবে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে নতুন সেতু তৈরি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টায় সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সরকার নেমে পড়েছে, জানান তিনি।

এদিকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে, সেতুটি যখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছিল, তখন তার ওপর পাথর বোঝাই একটি ট্রাক যচ্ছিল। ট্রাকে চালক সহ তিনজন ছিলেন বলে দেখেছেন তাঁরা।

নাগাল্যান্ডের পর এবার অরুণাচল প্রদেশের তিন গ্রামে একশো শতাংশ ভ্যাকসিনেশন সম্পন্ন

ইটানগর, ২৯ জুন (হি.স.) : দুদিন আগে রবিবার আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত 'মন কি বাত'-এ নাগাল্যান্ডের তিন গ্রামে একশো শতাংশ ভ্যাকসিনেশন সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির বাসিন্দা এবং প্রশাসন সহ এই কর্মসূচিতে নিয়োজিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার সেই একই খ্যাতি অর্জন করেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, অরুণাচল প্রদেশের তিনটি গ্রামকে সম্পূর্ণ ভ্যাকসিনেশন করা হয়ে গেছে। গ্রামগুলি যথাক্রমে তিরাপ জেলার লংগো, নিউ তুপি এবং ওল্ড তুপি। ওই তিন গ্রামের অষ্টাদশোর্ধ সকলকে ভ্যাকসিন দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা। কোথাও মধ্যাম পাহাড়, কোথাও খাড়া পাহাড় চড়ে বস্তিবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে কোভিড ভ্যাকসিন দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন কাপু প্রাইমারি হেল সেন্টারের অধীন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মচারী। গতকালই এই সাফল্য অর্জন করেছেন স্বাস্থ্য, সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মচারীরা। জানা গেছে, ডা. মিবম আপুম এবং সার্কল অফিসার রিপি দোনির নেতৃত্বে এক দল গতকাল রেকর্ড সংখ্যক ৩২৫ জনকে প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিনেশন করেছে কাপু প্রাইমারি হেল সেন্টার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যে নাগাল্যান্ডের মককচং জেলার অন্তর্গত দুই গ্রাম লংজেমডাং ও মোয়ালেনডেন এবং তুয়েসাং জেলার ইয়ালি, এই তিনটি গ্রামে ১৮-ঊর্ধদের ভ্যাকসিন প্রদান গত ১৭ জুন ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এর পর ২২ জুনের মধ্যে আরও কয়েকটি গ্রামের সকল বাসিন্দাদের ভ্যাকসিন দেওয়া শেষ হয়েছে। এই গ্রামগুলি যথাক্রমে লুভিশে পুরাতন গ্রাম, শ্যাংশা গ্রাম, এবং আওইমকুম গ্রাম।

দিল্লিতে ফার্ণিচারের দোকানে আগুন, দমকলের তৎপরতায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড, এবার আগুন লাগল দিল্লির কীর্তি নগর এলাকায় অবস্থিত একটি ফার্ণিচারের দোকানে। মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ ফার্ণিচারের দোকানে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৮টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ৪ ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের খবর নেই।দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোররাত তিনটে নাগাদ পশ্চিম দিল্লির কীর্তি নগর এলাকার টিম্বার মার্কেটে অবস্থিত একটি ফার্ণিচারের দোকানে আগুন লাগে। দমকলের আটটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে, হতাহতের কোনও খবর নেই।হিন্দুস্থান সমাচার।

ধনকরকে সমর্থন করে মমতাকে তোপ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : রাজ্যপাল ধনকর ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতন্ডার ব্যাপারে ধনকরকে সমর্থন করে মমতাকে তোপ দাগলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তথাগতবাবু টুইটে লেখেন, "আমি পাঁচ বছর রাজ্যপাল ছিলাম। রাজ্যপালের ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত পড়েছি। কোনও রাজ্যপাল তাঁর রাজ্যে ইচ্ছেমত কোথাও যেতে পারবেন না? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে হবে? রাজ্যপালকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে তাতে আমি বিতশ্রদ্ধ।"অপর একটি টুইটে তথাগতবাবু লেখেন, "মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল ধনকরকে বাজে কথা এবং গালাগাল করছেন। তার অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং সংযত প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন রাজ্যপাল। এর জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কীভাবে অযৌক্তিক যুদ্ধং দেহি এবং বৈরী মুখ্যমন্ত্রীকে মোকাবিলা করতে হয়, রাজ্যপাল ধনকরের এই আচরণ ভবিষ্যতের রাজ্যপালদের একটি আদর্শ হিসাবে কাজ করতে পারে।"প্রসঙ্গত, সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জৈন হাওয়ালা কাণ্ডে ধনকর অভিযুক্ত বলে দাবি করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর অভিযোগ ওড়ান রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, জৈন হাওয়ালার চার্জশিটে তাঁর নাম ছিল না। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলেও দাবি করেন রাজ্যপাল।

অসুস্থ অবস্থায় অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.): হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। অসুস্থ অবস্থায় সোমবার অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি হন ফুটবলার। তার শারীরিক অবস্থার উপর নজর রেখেছেন চিকিৎসকরা। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, জ্বর ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হলে সোমবার অ্যাপেলো হাসপাতালে ভর্তি হন কিংবদন্তি এই ফুটবলার। তার জ্বর ১০০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও ৯১-তে নেমে যায় তার। প্রথমে তাকে আইসিইউ-তে রাখা হলেও পরে সেখান থেকে হৃদরোগ বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়।তবে আজ মঙ্গলবার আইসিইউতে আছেছেন বর্ষিয়ান ফুটবলার। তার শারীরিক অবস্থার দিকে কড়া নজর চিকিৎসকদের।হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে বাসে ধাক্কা মিনি ট্রাকের, মৃত্যু ৫ জনের

ফিরোজাবাদ, ২৯ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে ধাক্কা মারল একটি মিনি ট্রাক। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। মঙ্গলবার সকাল পাঁচটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফিরোজাবাদ জেলার মগলা খানগার থানা এলাকায়। রাজস্থান থেকে আসা একটি ডাবল ডেকার বাস লখনউ যাচ্ছিল, ব্রেকডাউনের জন্য আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের ধারে বাসটি দাঁড়িয়ে ছিল।

বাসের চালক, কন্ডাক্টর-সহ কয়েকজন যাত্রী মেরামতের কাজ দেখছিলেন। সেই সময় একটি মিনি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে বাসের চালক ও কন্ডাক্টর রয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় ৩ জনকে সাইফাই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে, হিমাচলে ডেল্টা প্রজাতিতে সংক্রমিত ৭৬

শিমলা, ২৯ জুন (হি.স.): হিমাচল প্রদেশে ক্রমেই বাড়ছে করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্রজাতির সংক্রমণ। মঙ্গলবার পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে ডেল্টা প্রজাতিতে সংক্রমণের সংখ্যা ৭৬। মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডাঃ ওয়াই এস পি নাহানে ৪৯, ডাঃ আর কে জি এম সি হামিরপুরে ২, আইজিএমসি শিমলায় এক, এসএলবিএসজিএমসি নেরচকে ৪, ডাঃ আরপিজিএমসি টান্ডাতে এক, এইচবিটি পালমপুরে ১৯। কোভিড-১৯-এর বি.১.৬১৭.২ প্রজাতির জন্যই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ উঠেছিল ভারতে। প্রতিদিন বেড়েছিল সংক্রমণের সংখ্যা, মৃত্যু হয়েছে হাজার হাজার মানুষের। ডেল্টা প্রজাতির পর ডেল্টা প্লাস ভয় বাড়াচ্ছে ভারতে। ডেল্টার থেকে বেশি সংক্রামক মনে করা হচ্ছে ডেল্টা প্লাস প্রজাতিকে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ক্ষমতায় এলেই পঞ্জাবে তিনটি বড় কাজ করবে আপ : কেজরিওয়াল

চন্ডীগড়, ২৯ জুন (হি.স.): পঞ্জাবে ক্ষমতায় এলেই তিনটি বড় কাজ করবে আম আদমি পার্টি (আপ)। জানিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কী সেই তিনটি বড় কাজ? কেজরিওয়ালের কথায়, ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল মকুব। বিদ্যুতের পুরানো বিল মকুব। ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ। মঙ্গলবার চন্ডীগড়ে যান কেজরিওয়াল, সেখানে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেজরিওয়াল বলেছেন, '২০১৩ সালে দিল্লিতে সর্বপ্রথম আমরা যখন নির্বাচনে লড়েছিলাম, তখন বিদ্যুতের অবাস্তব বিল পেতেন মানুষজন। পঞ্জাবের মতোই তৎকালীন দিল্লি সরকারও বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির সঙ্গে সমঝোতা করেছিল। বর্তমানে দিল্লিতে অনেক কম হারে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পঞ্জাবেও এমনটা করতে হবে আমাদের।' কেজরিওয়ালের কথায়, 'আমরা এখানে তিনটি বড় কাজ করব। প্রথমত, প্রতিটি পরিবারকে বিনামূল্যে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করব। দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিলম্বিত গার্হস্থ্য বিদ্যুতের বিল মকুব করা হবে ও কানেকশন পুনরুদ্ধার করা হবে। তৃতীয়ত, ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।' কেজরিওয়াল বলেছেন, 'দিল্লিতে ৭৩ শতাংশ মানুষের বিদ্যুতের বিল শুন্য আসে, পঞ্জাবেও ৭০-৮০ শতাংশ মানুষের বিল শুন্য আসবে। ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকবে, কিন্তু বিদ্যুতের বিল আসবে না।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সম্পূর্ণ সুস্থ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক, এইমস থেকে পেলেন ছুটি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। মঙ্গলবার দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। কোভিড পরবর্তী সমস্যার কারণে এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। গত ১ জুন এইমস ভর্তি করা হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। গত ২১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। কিছুদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু কোভিড পরবর্তী সমস্যায় ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। গত ১ জুন এইমস ভর্তি করা হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। চিকিৎসার এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি।

মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়ছে পেট্রোল-ডিজেল, দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেল। দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে প্রভাব পড়ছে দৈনন্দিন জীবনে। মহামারী পরিস্থিতিতে পকেট খালি হচ্ছে মধ্যবিত্তের। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ফের মহার্ঘ্য হল পেট্রোল ও ডিজেল। এদিন দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু-সহ দেশের সর্বত্রই দামি হয়েছে জ্বালানি তেল। মুম্বইয়ে ১০৫ টাকা ছুঁতে চলেছে পেট্রোল, বেঙ্গালুরুতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ১০২ টাকার বেশি। দিল্লি, চেন্নাই ও কলকাতাতেও ১০০ ছুঁইছুঁই পেট্রোল।

মঙ্গলবার মূল্যবৃদ্ধির পর রাজধানী দিল্লিতে লিটারপ্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৮.৮১ টাকা এবং ডিজেল ৮৯.১৮ টাকা। কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম, যথাক্রমে-৯৮.৬৪ টাকা প্রতিলিটার পেট্রোল এবং ৯২.০৩ টাকা প্রতিলিটার ডিজেল। মুম্বইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০৪.৯০ টাকা এবং ডিজেল ৯৬.৭২ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৯.৮২ টাকা এবং ডিজেল ৯৩.৭৪ টাকা। বেঙ্গালুরুতে পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১০২.১১ টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৯৪.৫৪ টাকা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ট্রাইব্রেকারে বাজিমাত সুইৎজারল্যান্ডের, ইউরো থেকে ছিটকে গেল ফ্রান্স

বুখারেস্ট, ২৯ জুন (হি.স.): ফুটবল যে চরম অনিশ্চয়তার খেলা, ফের তা প্রমাণিত হল। ট্রাইব্রেকারে বাজিমাত করল সুইৎজারল্যান্ড, ফলে ইউরো থেকে ছিটকে গেল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। পরাজয়ের পর বিষণ্ণতায় মাঠ ছাড়েন এমবাপে। টাইব্রেকারে এমবাপের শট আটকে দেয় ইয়ান সোমের। শেষ আটে সুইৎজারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ এখন স্পেন। খেলা শুরুর আগে ধরেই নেওয়া হয়েছিল সুইসদের হেলায় হারিয়ে ফ্রান্স খুব সহজেই ইউরোর শেষ আটে পৌঁছে যাবে। শুরুটা হয়েও ছিল সেই ছন্দেই।

একটা সময়ে ৩-১ গোলে এগিয়ে যায় এমবাপেরা। ৫৭ মিনিটের মাথায় একটি গোল করে সমতা ফিরিয়ে তার মাত্র ২ মিনিটের মধ্যেই ফের গোল করে দলকে এগিয়ে দেন করিম বেঞ্জিমা। এরপর ৭৫ মিনিটের মাথায় ফল ৩-১ করে পোগবা। এরপর কিন্তু ম্যাচে ফিরে আসে সুইজারল্যান্ড। ফের গোল করে ফলকে ৩-২ করেন সেফেরোভিচ। এর মিনিট নয়েকের মধ্যে আরও একটি গোল করেন সুইসরা। ৯০ মিনিটের মাথায় ফল ৩-৩ করে সমতা ফেরান গাভরানোভিচ। এরপর ম্যাচ গড়ায় এক্সট্রা টাইম ও তারপর টাইব্রেকারে। সেখানেই বিশ্বসেরাদের হারিয়ে ম্যাচ জিতে ইউরোর শেষ আটে চলে গেল সুইজারল্যান্ড। আগামী ২ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনালে তারা মুখোমুখি হচ্ছে স্পেনের।

ভারতে ৪০.৮১-কোটির বেশি কোভিড-টেস্ট, সুস্থতা ৯৬.৮৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): ভারতে ৪০.৮১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ জুন সারা দিনে ভারতে ১৭,৬৮,০০৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪০,৮১,৩৯,২৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৬৮,০০৮ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭ হাজার ৫৬৬ জন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ২০,৩৩৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৫২,৬৫৯ জন (১.৮২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৬ হাজার ৯৯৪ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৯৭,৬৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯০৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৯৩,৬৬,৬০১ জন (৯৬.৮৭ শতাংশ)।

জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা-তদন্তে এনআইএ, খতিয়ে দেখা হচ্ছে সমস্ত দিক

নয়াদিল্লি ও জম্মু, ২৯ জুন (হি.স.): জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মঙ্গলবার এনআইএ-র হাতে জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার তদন্তভার তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) অবশ্য শুরু থেকেই এই হামলা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

গত রবিবার ভোররাতে জম্মুর বায়ুসেনার ঘাঁটিতে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে পর পর দু''টো বিস্ফোরণ হয়। প্রথম বিস্ফোরণটি হয় ভোররাত পৌনে ২টো নাগাদ। বিমানবন্দরের একটি ভবনের ছাদে সেই বিস্ফোরণ হয়। দ্বিতীয়টি মাটিতে। এই ঘটনার পিছনে বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। জম্মু বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের বিশেষ বম্ব স্কোয়াড। মনে করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের জন্য আরডিএক্স অথবা টিএনটি ব্যবহার করা হয়েছে। সীমানার অপর প্রান্ত থেকে হয়তো ড্রোন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সংক্রমণ বাড়লেও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণেই, ব্রিটেনে সুস্থতাই স্বস্তি দিচ্ছে

লন্ডন, ২৯ জুন (হি.স.): কোভিডের সংক্রমণ বাড়লেও, মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে ব্রিটেনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রিটেনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২২ হাজার ৮৬৮ জন। এই সময়ে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে ব্রিটেনে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৫৫,০৭৮ জন। ব্রিটেনের এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১২৮,১০৩ জনের।

ব্রিটেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সারাদিনে ব্রিটেনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২,৮৬৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৪,৩১৯,১৯৯ জন। ব্রিটেনে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও, বিগত এক সপ্তাহ ধরে ৩০-এর নীচেই রয়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা।

এই নিয়ে তৃতীয় দিন, জম্মুতে ফের দেখা মিলল সন্দেহজনক ড্রোন

জম্মু, ২৯ জুন (হি.স.): জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার বিস্ফোরণের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, ফের ড্রোনের দেখা মিলল জম্মুতে। এই নিয়ে তৃতীয় দিন। সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার ভোররাতের মধ্যে জম্মুর রত্নাচকের কুঞ্জওয়ানিতে সন্দেহজনক ড্রোনের গতিবিধি নজরে আসে। এছাড়াও জম্মুর আরও দু''টি জায়গায় ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সাঞ্জোয়ান সেনা ক্যাম্পের কাছেও ড্রোন উড়তে দেখা যায়।

মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ কুঞ্জওয়ানি, সাঞ্জোয়ান এবং কালুচক এলাকায় ড্রোন লক্ষ্য করা যায়। গুলি করে সেগুলি নামানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেগুলি পালিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে গায়েব হয়ে যায় ড্রোনগুলি। একটি ড্রোন তিনটি পৃথক স্থানে উড়তে দেখা গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। জম্মু শহরেই কুঞ্জওয়ানি এবং সাতওয়ারি বায়ুসেনার ঘাঁটির কাছে, সাঞ্জোয়ান থেকে ৬.৫ কিলোমিটার দূরে এবং কালুচক থেকে ৪.৫ কিলোমিটার দূরে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রাতরাশ বাদ দিচ্ছেন ? শরীরে কতটা ক্ষতি হচ্ছে জানেন কি

ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল বলে প্রাতরাশ বাদ! কিংবা ধরুন ভাবছেন দিনটা শুরু করবেন, দুপুরের খাওয়া থেকেই! কী ভাবছেন! ওজন কমবে? একদম ভুল ভাবনা। বরং আপনার শরীর থেকে কত পুষ্টিকর উপাদান বাদ চলে যাচ্ছে জানেন? গবেষণা বলছে প্রাপ্তবয়স্কদের অনেকেই সকালের এই প্রাতরাশ তাঁদের খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এতে শরীরেই ক্ষতি হচ্ছে।

কী ধরনের পুষ্টি বাদ পড়ছে ?

প্রাতরাশে সাধারণত দুধ, ফল, সিরিয়াল জাতীয় খাবার তো থাকেই। তাই এগুলো বাদ দিলে ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি, ফাইবার, অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। আসলে এই ধরনের খাবার সকালে প্রাতরাশের সময় একবারই খাওয়ার সুবিধে থাকে। তাই প্রাতরাশ বাদ দিলে সারাদিনে এই পুষ্টিগুলো খাবারের তালিকার বাইরে চলে যায়, যেটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সম্প্রতি ওহায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই সমীক্ষা।

কী অসুবিধা হতে পারে ?

শরীরে আবশ্যিক খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত যে সব উপাদান সেগুলো বাদ পড়ছে। এই তালিকায় থাকছে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফাইবার, ভিটামিন ডি-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়াও গর্ভবতী মহিলাদের শরীরে আয়রনও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে একাধিক শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। একাধিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আচরণগত ও একাগ্রতার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কেরা যাঁরা প্রাতরাশ খান না, তাদের খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর খাবার কম থাকে। সুতরাং শরীরে পুষ্টিগুণও কম পরিমাণে পৌঁছয়। এঁরা খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেট, সুগার ও ফ্যাট বেশি পরিমাণে রাখেন এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরিযুক্ত খাবার খান। যেহেতু প্রাতরাশ বাদ দেন, তাই দুপুরের খাবার, রাতের খাবার কিংবা সান্ধ্য খাবারের পরিমাণ তুলনায় বেশি হয়। সেগুলো খুব পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধও হয় না। সমীক্ষা বলছে, যাঁরা প্রাতরাশ বাদ দেন, তাঁদের শরীরে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ উপাদান যদি থাকে একটি, যাঁরা প্রাতরাশ খান তাঁদের শরীরে থাকে একাধিক পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ উপাদান। কাজেই আর যাই করুন, শরীর ভাল রাখতে প্রাতরাশ বাদ দেবেন না।

সঠিকভাবে মাস্ক পরা দরকার এবং তা ভিজে মনে হলে অবশ্যই পরিবর্তন করে নিতে হবে। কানের স্ট্র্যাপ ধরে মাস্ক খোলা-পরা করা উচিত। যেখানে-সেখানে মাস্ক ফেলা অনুচিত।

শারীরিক ও মানসিক বিকাসে যোগাভ্যাস জরুরি

সমগ্র বিশ্বে ২১ জুন দিনটি আন্তার্জিত যোগ দিবস পালন করা হয়। যদিও এর উৎপত্তি ভারতে। যোগাভ্যাস ও যোগঅনুশীলনের মাধ্যমে আমরা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকি। যোগাব্যাসের দ্বারা, শারীরিক বিকাশ, মানসিক স্মৃতি ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্নায়ুরোগ, পেটের বিভিন্ন সমস্যা, নানা ধরনের ব্যাধিকে যোগ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিণে রাখা যায়। আবার এইসব ব্যাধিগুলো যোগের দ্বারা একেবারে নির্মূল করা যায়। যোগ সাধনায় মানসিক স্মৃতি ও মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে। এর ফলে একে অপরের যৌথ সমন্বয়ে বহু কাজ খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। যোগাভ্যাস দ্বারা হৃদযন্ত্র সুস্থ ও সতেজ থাকে। শরীরের হাড়ে পেশীগুলিকে সতেজ সবল রাখা সম্ভব। যোগ সাধনা বিজ্ঞানভিত্তিক। জানা যায় যোগ ভারতীয় প্রণালীর ৬০০০ বছরের বেশি পুরোনো। বর্তমানে মেডিকেল সায়েন্সও যোগকে প্রাধান্য দেয় শরীরের নয়টি দেহতন্ত্র বা সিস্টেমের কার্যক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে দেহ নীরোগ ও প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়। এই নয়টি দেহতন্ত্র ও তাদের কাজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হেমোপয়েটিক সিস্টেম (রক্তের উপাদান ও তার গঠতন্ত্র) রক্তের প্রধান কাজ দেহে শ্বাসপ্রশ্বাস, পুষ্টি ও হরমোন প্রবাহিত রাখা ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস শরীর থেকে নিষ্কাশন করা। সার্কুলেটরি সিস্টেম (রক্ত সংবহন তন্ত্র) এতে হৃৎপিণ্ড ও দেহে রক্ত সঞ্চালন প্রণালী বর্ণিত। রেসপিরটেরি সিস্টেম (শ্বসনতন্ত্র) নাক ও দু'টি ফুসফুল অবলম্বনে শ্বাসের ক্রিয়া বৈচিত্র্য। ডাইজেসটিভ সিস্টেম অ্যান্ড মেটাবলিজম (পরিপাকতন্ত্র ও সবন্টন পদ্ধতি) আহার্য দ্রব্য পরিপাক ও দেহের বিভিন্ন অংশে খাদ্যরসের সুবন্টন ক্রিয়া। এক্সক্রিটরি সিস্টেম (রচনতন্ত্র), স্বাভাবিক ভাবে শরীরের মল, মূত্র ও ঘর্ম ত্যাগের বিবরণ। এন্ডোক্রিন অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম (নালিবিহীন গ্রন্থি ও জননতন্ত্র) পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়ে-, সুপ্রারিনাল, সেক্স প্রভৃতি প্ল্যান্ডের ক্ষরণ বৈচিত্র ও দেহ ধর্মের প্রকাশও এই প্রণালীতে থাকে। স্কেলিট্যাল সিস্টেম (অস্থিতন্ত্র) শরীরের অস্থির যথাযোগ্য সংস্থাপন ও হাড়ের গঠন বর্ণনা। মাসকুলাম সিস্টেম (পেশিতন্ত্র) দেহের মাংসপেশির যথাযোগ্য সংস্থাপন। নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড স্পেশাল সেন্সেস (স্নায়ুতন্ত্র ও বিশেষ অনুভূতি) শরীরে স্নায়ুর কাজ নিয়ো আলোচনা ও স্বাদ, গন্ধ, দর্শন, শ্রবণ, সম্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ধর্মের বর্ণনা। নিয়মিত যোগাসন অব্যাসের ফলে এই সকল তন্ত্রের সুস্থতা ও দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ তাকে। শারীরিক, মানসিক পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় প্রতি দিন আমাদেরযে জীবনশক্তি ক্ষয় হয় তা নিয়মিত যোগাসন অভ্যাসে পুনরায় সঞ্চিত হয় ফলে যোগাসন নীরোগ ও সবল দেহ, রূপ যৌবন, আয়ু প্রভৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, রক্তে হিমোগ্লোবিন ও অক্সিজেনের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বলে দেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ে।

যোগ ভারতের আধ্যাত্মিক স্তম্ভ। মহাভারতের শান্তিপর্বে যোগের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। আমরা দেখেছি প্রাচীনকালে গুরুরা তাদের গৃহে আশ্রমে ছাত্রদের যোগাভ্যাস করাতেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগের বিষয়ে বলেছিলেন, 'কর্মস কৌশলম'। অর্থাৎ যোগ থেকেই কর্মকুশলাতা আসে। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভায় যোগকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজি নিযে যোগ করতেন ও তাঁর গুরুভাইদের শিষ্যদের যোগ করার উপদেশ দিতেন। প্রাচীনকালে মুনি ঋষিরা যোগাব্যাস করে আরোগ্য লাভ করতেন। সেইসময় বিজ্ঞানের এত প্রভাব ছিল না। এই যোগ সাধনার মাধ্যমে তাঁরা উপকৃত হতেন। যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বিপুল সমারোহ দেখা যায়।

ঘরে বসেই কিভাবে সহজেই পরীক্ষা করবেন করোনায় আক্রান্ত কী-না

বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ছড়াচ্ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস। এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩২৮৩ জনের আর আক্রান্ত হয়েছেন ৯৫ হাজার মানুষ। এরই মধ্যে বিশ্বের কমপক্ষে ৭৫টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসটি। আতঙ্কে এসব দেশের মানুষ এখন ঘর থেকেও বের হতে চান না।

তবে বিজ্ঞানীরা, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলছেন, কিছু নিয়ম মেনে চললেই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম। এছাড়া ঘরে বসেই জানতে পারবেন আপনি করোনায় আক্রান্ত কী না? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে এর লক্ষণ বুঝতে অনেকদিন সময় লাগে। সাধারণত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে জ্বর বা কাশি নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার আগেই ফুসফুসের ৫০ শতাংশ ফাইব্রোসিস (সূক্ষ্ম অংশুসমূহের বৃদ্ধি) তৈরি হয়ে যায়, যার মানে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরই মধ্যে তাইওয়ানের বিশেষজ্ঞরা একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। সেই পদ্ধতিতে কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, সেটা নিজে নিজেই পরীক্ষা করতে পারবেন। পদ্ধতিটি খুবই সহজ, প্রতিদিন সকালে উঠেই কয়েক সেকেন্ডের পরীক্ষায় নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

পরীক্ষাটা হলো: পরিচ্ছন্ন পরিবেশে লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সেটাকে দশ সেকেন্ডের কিছুটা বেশি সময় ধরে আটকে রাখুন। যদি এই দম ধরে রাখার সময়ে আপনার কোনো কাশি না আসে, বুকে ব্যথা বা চাপ অনুভব না হয়, মানে কোনো প্রকার অস্বস্তি না লাগে, তার মানে আপনার ফুসফুসে কোনো ফাইব্রোসিস তৈরি হয়নি অর্থাত কোনো ইনফেকশন হয়নি, আপনি সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত আছেন। জাপানের চিকিতসকরা আরেকটি সহজ উপদেশ দিয়েছেন যে, সবাই চেষ্টা করবেন যেন আপনার গলা ও মুখের ভেতরটা কখনো শুকনো না হয়ে যায়, ভেজা ভেজা থাকে। তাই প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একচুমুক হলেও জল পান করুন। তারা কারণ হিসেবে বলেছেন, কোনোভাবে ভাইরাসটি আপনার মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলেও সেটি জলের সঙ্গে পাকস্থলীতে চলে যাবে, আর পাকস্থলীর এসিড মুহূর্তেই সেই ভাইরাসকে মেরে ফেলতে সক্ষম।

এসব লক্ষণেই বুঝবেন খারাপের দিকে যাচ্ছে লিভার

আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল লিভার। পরিপাক ক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে এই অঙ্গটি। শরীরের সব বর্জ্য পদার্থ বের করে শরীরকে সুস্থ রাখাই লিভারের কাজ। কিন্তু লিভার যদি তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায়, তাহলে বাড়ে মৃত্যুর ঝুঁকি।

কী করে বুঝবেন আপনার লিভার ঠিক মতো কাজ করছে কিনা বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা? তবে কিছু লক্ষণ আছে, যা শরীরেই ফুটে উঠবে। তা দেখে বুঝে নিতে পারবেন আপনার লিভার অসুস্থ হচ্ছে কিনা!

এবার লিভার নষ্টের লক্ষণগুলো জেনে নিন.

* যদি হঠাত করেই খাওয়া-দাওয়ায় অনীহা তৈরি হয়, যদি দেখেন খাবার খেতে ইচ্ছেই করছে না, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করবেন না। কারণ, এটি লিভার সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। অবিলম্বে চিকিতকের কাছে যান।

* পাঁজরের একটু নীচে, পেটের ডান দিকে ব্যথা হলে সাবধান। এটি যকৃত বা লিভারের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

* কিছু খেলেই বমি পাচ্ছে? সারাক্ষণ বমি বমি ভাব? এটিও লিভারের সমস্যার কারণে হতে পারে। ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হয়েছে কিনা, চিকিতকের পরামর্শ মতো পরীক্ষা করিয়ে দেখুন।

* মল ও মূত্রের রং যদি হঠাত করে পাল্টাতে থাকে, তাহলে এখনই সাবধান হওয়া উচিত। আপনার লিভারের কোন সমস্যা থেকে এরকম হতে পারে। আবার লিভারের কার্যক্ষমতা কমে গেলে হজমে সমস্যা দেখা দেয়। অবহেলা না করে অবিলম্বে চিকিতকের কাছে যান।

* যদি আচমকা আপনার চোখের সাদা অংশের রং, গায়ের চামড়া হলুদ হতে শুরু করে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করবেন না। কারণ, এটি জন্ডিসের লক্ষণ। জন্ডিস কিন্তু লিভারের একটি রোগ।

* হঠাত করেই যদি আপনার গায়ের চামড়া কোন জায়গায় খুব শুষ্ক হয়ে যায়, খোসা খোসা উঠতে থাকে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করবেন না। এটি কিন্তু লিভার সমস্যার অন্যতম লক্ষণ।

* যদি আপনার পেটের নিচের অংশ অস্বাভাবিক রকম ফুলে ওঠে এবং দীর্ঘদিন একই অবস্থা থাকে তাহলে সাবধান! এটি লিভারে জল জমার লক্ষণ হতে পারে। একে লিভার কিরহোসিস বলা হয়।

তাই সময় থাকতে এসব লক্ষণ দেখে সাবধান হউন। কেননা বর্তমান সময়ে লিভারের সমস্যায় ভুগছেন অনেক মানুষ। মৃত্যুর হারও বেড়েছে অনেকটাই।

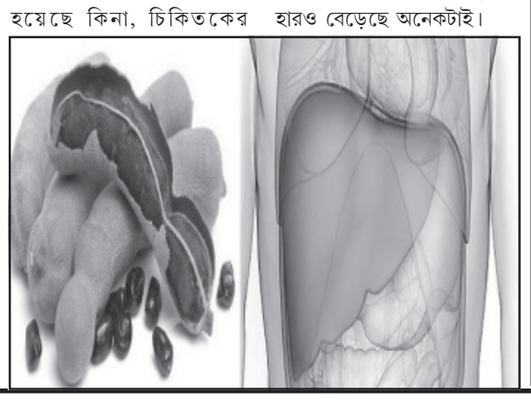

জেনে নিন,সাধারণ সর্দি-কাশি-জ্বরের সঙ্গে করোনা ভাইরাসের মিল-অমিল!

ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি-কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, মাথা যন্ত্রণা- এসব উপসর্গ দেখা দিলে খুব বেশি হলে ভাইরাল ফ্লুয়ের কথাই ভাবা হত কিছু দিন আগে পর্যন্ত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এসব উপসর্গ দেখা দিলে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) থাবা বসাল কি না, এরকম চিন্তাই মনে আসছে। এই দুই ধরনের জ্বরের উপসর্গে এতটাই মিল যে, চিকিতসকরাও হিমশিম খাচ্ছেন রোগ নির্ণয়ে। তাই অনেক সময় দেরি হচ্ছে অসুখ ধরা পড়তে। রোগ নির্ণয়ের সুবিধার জন্যই জেনে রাখা ভাল, এই দুই জ্বরের ধরন কেমন। মিল কোথায়, অমিলই বা কী।

সাধারণ ফ্লু ও করোনার মধ্যে মিল

দুই ধরনের ফ্লু-ই ভাইরাসবাহিত। দুই রোগই সংক্রমণজনিত।

মানব শরীর থেকেই ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম।

সময় মতো সচেতন না হলে দুই ধরনের ফ্লু নিউমোনিয়ার দিকে বাঁক নিতে পারে।

সাধারণ ফ্লু ও করোনার মধ্যে অমিল

সাধারণ ফ্লু ও করোনা ভাইরাসজনিত অসুখ হলেও দুই অসুখের ভাইরাস সমগোত্রীয় নয়। সাধারণ ফ্লু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকোপে হয়, আর কোভিড-১৯ হয় করোনা গ্রুপের ভাইরাসের কারণে। যা কিনা সার্স ভাইরাসের কাছাকাছি গোত্রের।

করোনা ভাইরাস ছড়ায় অনেক দ্রুত। সেই তুলনায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ছড়ায় অনেক ধীরে।

সাধারণ ফ্লুর বেলায় ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার ২-৩ দিনের মধ্যে অসুখ দেখা দেয়। আর করোনার বেলায় ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার ৭-১৪ দিনের মধ্যে অসুখ দেখা দেয়।

সাধারণ ফ্লুর বেলায় জ্বর ১০৩-১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যেতে পারে, তবে ওষুধ খেলে নামতেও শুরু করে। করোনার বেলায় জ্বর প্রবল হবে এবং নামতে চায় না সহজে। ওষুধও কাজ করে না।

সাধারণ ফ্লু বোঝার জন্য পরীক্ষার দরকার পড়ে না। কিন্তু করোনা আক্রান্ত কি না জানতে গেলে পলিমারেস চেন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর পরীক্ষা করার দরকার হয়। সাধারণ ফ্লুর জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাক্সিন রয়েছে। কিন্তু করোনা রোধে তেমন কোন ভ্যাকসিনের সন্ধান এখনও পাননি গবেষকরা।

করোনা মোকাবিলায় সকলেরই কোন মাস্ক ব্যবহার করা উচিত?

করোনা ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং এই জীবাণু মানুষের থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত এমন মানুষ ৬ ফুট নাগালের মধ্যে থাকলে সুস্থ মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। বিশেষ করে আক্রান্ত মানুষটির হাঁচি, কাশি, নাক ঝাড়া বা নাকে-মুখে হাত দিয়ে সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে এলে, অন্যজনের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি প্রবল। সব থেকে মুশকিল হল জীবাণু সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছে যায়।

প্রথমত ভিড়ভাট্টায় না থাকাই ভাল। কাছাকাছি কারও হাঁচি-কাশি হলে নিজের নাক-মুখ চাপা দিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ২০ সেকেন্ড ধরে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। সাবান বা জল না থাকলে ৬০ শতাংশ অ্যালকোহল আছে এমন হ্যান্ড

স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা উচিত। সার্জারি মাস্কও পরতে হবে।

করোনার সতর্কতা হিসেবে মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে। তবে এ ব্যাপারে কিছু নিয়মও বলে দিয়েছে, যা মানা উচিত। তা হলো.

যাদের "কোভিড-১৯" ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে তাদের মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। যারা হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসে আছেন তাদেরও বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা দরকার। আর যারা কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিতসা করছেন তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন।

সুস্থ মানুষের গণহারে মাস্ক ব্যবহারের কোন কারণই নেই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মাস্ক ব্যবহারের আগে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে তবেই মাস্ক পরা উচিত।

মেদবহুলতার সম্ভাবনা বেশি ব্রেকফাস্ট না করা

ব্রেকফাস্ট শব্দটিতেই এর অর্থ তথা গুরুত্ব বোধগম্য। ব্রেক অর্থাৎ শেষ করা বা ভাঙা এবং ফাস্ট অর্থাৎ উপবাস বা অনাহার অবস্থা। রাতের খাবার পর থেকে সকালে ওঠা পর্যন্ত এই ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা অনাহারে থাকার পর সকালে ব্রেকফাস্ট করে এই উপবাস ভঙ্গ করা জরুরি। এই দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকার পর শরীরকে অনাহারের মাধ্যমে আবশ্যক পুষ্টিদ্রব্য তথা শক্তি সরবরাহ করলেই দিনের শুভারম্ভ হয়।

আমাদের শরীর এবং মগজকে এক নির্দিষ্ট সময়ের বাবধানে শক্তি সরবরাহ করতে হয়। কারণ, মগজের দ্বারাই শরীরের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। কাজেই সময়মতো মগজে শক্তি না পৌঁছলে এটি ধীরগতিতে কাজ করবে, যার প্রভাব পড়বে সারা শরীরে। আমাদের মগজকে কর্মক্ষম করে রাখতে গ্লুকোজ বা ব্লাজ সুগারের প্রয়োজন। শরীরে মাংসপেশীগুলিকে পরিশ্রম করাতে

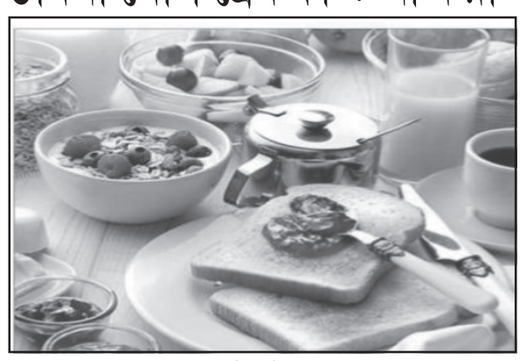

হলেও গ্লুকোজের প্রয়োজন। তাই সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে শরীরে ব্লাড সুগারের মাত্রা এক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে রাখা উচিত। দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকার পর আমাদের শরীরে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ক্লান্তি,খিটখিটে ভাব ইত্যাদির মতো লক্ষণ দেখা যায়। তাই আমাদের শরীরে এক পুষ্টিদায়ক ব্রেকফাস্ট খুবই জরুরি। যেখানে ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিদায়ক খাবার থাকা চাই, যা আমাদের মগজকে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত ইন্ধন সরবরাহ করে। সুস্বাস্থ্যের মালিক হতে সঠিক ব্রেকফাস্ট করা নিতান্তই জরুরি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন ডাক্তার গবেষণা করে দেখেছেন যে, যাঁরা ব্রেকফাস্ট করেন না তাঁদের মেদবহুলতা তথা আনুষঙ্গিক রোগের সম্ভাবনা বেশি। গবেষণা মতে যাঁরা ব্রেকফাস্টে দানাদার শস্য যুক্ত আহার নিয়মিত খান, তাঁরা এক স্বাস্থ্যবান জীবন উপভোগ করতে পারনে। এই সময় সর্বদা কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত।

এনএইচআরসি দল আক্রান্ত তোপ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ পরবর্তী হিংসাত্মক পরিস্থিতির তদন্ত করতে গিয়ে যাদবপুরে সফরকারী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) দল আক্রান্ত হয়েছে। তাদের রক্ষা করতে গিয়ে লাঠি চালাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বিজেপি রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এদিন সন্ধ্যায় টুইটে লকেট লেখেন, "আজ যাদবপুরে ভোট পরবর্তী হিংসার পর্যবেক্ষণ করতে এসে যে ভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দলের ওপর হামলা হলো, তার তীব্র নিন্দা জানাই। যারা মানবাধিকার নিয়ে বিচার করেন, আজ তারাই নিগৃহীত। এ কোন বাংলায় বসবাস করছি? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কঠিনতম পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।" মঙ্গলবার বিকালে টুইটে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, "এনএইচআরসি-র একজন কর্মকর্তা বলেছেন, তদন্তে দেখা গিয়েছে যে এখানে ৪০ টিরও বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। আমাদের উপর গুন্ডারা হামলা চালাচ্ছে।'

কমিশনের 'সক্রিয়তা' নিয়ে সোমবারই অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে তিনি বলেন, "ভোটের পরে কোথাও একটা- দু'টো ছোট ঘটনা ঘটলেও আমরা কড়া ভাবে তার মোকাবিলা করেছি। কী এমন ঘটেছে? এরা রাজনীতি করার জন্য এ-সব করছে। কখনও রাজ্যপাল চলে যাচ্ছেন এর-ওর বাড়ি! এটা রুটিন হয়ে গিয়েছে। কখনও মানবাধিকার কমিশনকে পাঠাচ্ছে।" মমতার অভিযোগ, "বিজেপি শিবিরে যাঁদের নিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের অনেককেই সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'-একটা কেস থাকতেই পারে। কিন্তু বাকি সব বিজেপির সাজানো। যখন বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে ২০ জনের বেশি একসঙ্গে যাওয়ার কথা নয়, সেখানে বিজেপি গাড়ি ভাড়া করে তাঁদের ওখানে নিয়ে গিয়েছে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হোয়াটস অ্যাপে টিকাকরণের নাম নথিভুক্ত করতে সমস্যায় জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনেরা

ঝাড়গ্রাম, ২৯ জুন (হি. স.) : হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করার পর দেওয়া হচ্ছে ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ। আর এতেই সমস্যায় পড়েছেন জঙ্গলমলের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনেরা। ঝাড়গ্রাম জেলার একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকার অনেক মানুষের নেই স্মার্ট ফোন। আবার যাদের স্মার্ট ফোন রয়েছে তারা এই হোয়ার্ট অ্যাপের মাধ্যমে নাম বুক করতে জানানে না। যার ফলে ভ্যাকসিনের প্রথম নিতে গিয়েও ঘুরে আসতে হচ্ছে মানুষকে। যার ফলে অনেক টিকাকরণ কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

টিকাকরের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে হোয়ার্ট অ্যাপের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করতে হচ্ছে। জেলার আটটি ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি থেকে প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।আর এই সব কেন্দ্র গুলিতে দেখা গিয়েছে লম্বা লাইন মানুষের।সাকাল থেকেই ভীড় জমাচ্ছেন মানুষ জন।অনেক ক্ষেত্রে নাম নথি ভুক্ত না থাকলেও ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।বেলপাহাড়ির মতো প্রত্যন্ত এলাকার গ্রাম গুলি থেকে মানুষ জন সকাল থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন।কিন্তু নাম হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নথিভুক্ত না থাকার জন্য ফিরে আসতে হচ্ছে তাদের অনেকেই।।গ্রামীন এলাকার মানুষের কাছে এখনো অন লাইন বুকিং পদ্ধতিটি তেমন করে প্রচার হয়নি বলে অভিযোগ।ফলে অনেকেই আঠেরো থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সীদের প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এই খবরে সকাল থেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে লাইন দিচ্ছেন। আর এর ফলে ভ্যাকসিন দেওয়ার কেন্দ্র গুলিতে তৈরি হচ্ছে বিশৃঙ্খলা।তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ মানুষের মধ্যে। সোমবার ঝাড়গ্রাম পুরসভার হাসপাতালে প্রথম ডোজের ভ্যাকসিন নেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল।অভিযোগ ছিল অন লাইন বুক না থাক সত্ত্বেও মানুষ টিকা পাচ্ছিল।যাদের বুক ছিল তাদের ফিরেয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছিল বলে অভিযোগ ছিল।কিন্তু পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাড়তি ভ্যাকসিন নিয়ে এসে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার বেলপাহাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও দেখা গিয়েছে লম্বা লাইন।বুক না থাকার জন্য অনেকে সকাল থেকে লাইন দিয়েও ভ্যাকসিন না নিয়েই ফিরে গিয়েছেন।বেলপাহাড়ির একটি গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পাল বলেন " বেলপাহাড়ি গ্রামীন হাসপাতালে এসেছিলাম।হঠাৎ কর নটিস দেওয়া হয়েছে অন লাইনে বুকিং করে আসতে হবে।বুকিং ছাড়া ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না।" অন্যদিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে পাশের জেলা বাঁকুড়া থেকেও মানুষ জন চলে আসছেন ভ্যাকসিন নিতে।এদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা পরিস্কার জানিয়েছেন " অন লাইন বুকিং ছাড়া ভ্যাকসিন দেওয়া হবে না।"হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

আইএনটিটিইউসি সেইল"র বেতনচুক্তির দাবীতে শ্রমিক আন্দোলন, আগামীকাল ধর্মঘট

দুর্গাপুর, ২৯ জুন (হি.স.): রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল"র বেতন চুক্তির দাবিতে আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। সাতটি শ্রমিক সংগঠন যৌথমঞ্চ তৈরী করে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।মঙ্গলবার দুর্গাপুর ডিএসপি মেনগেটে রিলে অনশন করে। এবং বুধবার দেশজুড়ে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের সমস্ত সেক্টরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিটু, বিএমএস, এআইটিউসি সহ যৌথমঞ্চ। তবে শেষমুহুর্তে আন্দোলনে থাকলেও ধর্মঘট থেকে সরে দাঁড়াল আইএনটিটিইউসি ও আইএনটিউইসি।

অনশনরত সেইল"র শ্রমিকদের অভিযোগ আলোচনা সত্ত্বেও দীর্ঘ ৫৪ মাস ধরে বেতন চুক্তি নিয়ে টালবাহানা করে করছে সেইল কর্তৃপক্ষ। তারই প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন এক ছাদের তলায় এসে যৌথ মঞ্চ গড়ে আন্দোলন শুরু করেছে। মঙ্গলবার দুর্গাপুরে সেইলের ডিএসপি মেনগেটে রিলে অনশন শুরু করে সিটু, বিএমএস, আইএনটিইউসি, আইএনটিটিইউসি সহ সতটি শ্রমিক সংগঠনের যৌথমঞ্চ। আন্দোলনরত শ্রমিকদের পক্ষে সিটু নেতা সৌরভ দত্ত বলেন,' ২০১৬ সালের ৩১ মার্চ আগের বেতনচুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ২০১৭ জানুয়ারী মাসে নতুন বেতনচুক্তি লাগু হওয়ার ছিল। সেই মত শ্রমিকদের দাবী তুলে ধরা হয়েছিল। আমরা চেয়েছিল বেসিকের ওপর ১৫ শতাংশ বর্ধিত। এবং পেনশনে বেসিকের ওপর ৯ শতাশ ও পাসের জন্য (এলটিসি, বাড়ী মেন্টেনেন্স) -এ ৩৫ শতাংশ। কিন্তু সেইল কর্তৃপক্ষ কোনওরকম সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। অথচ অফিসারদের বেতন বর্ধিত হচ্ছে। শুধু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে টালবাহানা করছে। বঞ্চনা করেছে। এরিয়া দেবে না বলছে। দ্বিচারিতা করছে। তাই যৌথমঞ্চ করে আন্দোলনে নেমেছি। বুধবার সেইল"র দেশের সমস্ত কারখানা সহ সমস্ত সেক্টরে ধর্মঘট হবে। বিএমএস নেতা মানস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সেইলের ভুমিকায় অসন্তুষ্ট। শ্রমিকদের প্রতি প্রতারণা করছে। তাই শ্রমিক স্বার্থে আন্দোলনে সামিল হয়েছি।'

অন্যদিকে আন্দোলনে থাকলেও শেষমুহুর্তে ধর্মঘট থেকে সরে দাঁড়াল আইএনটিইউসি ও আইএনটিটিইউসি। ডিএসপি কারখানার আইএনটিইউসির সাধারন সম্পাদক বিশ্বজিত বিশ্বাস বলেন,' বেতনচুক্তিতে কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করছে। তাই যৌথমঞ্চের আন্দোলনে রয়েছি। কিন্তু ধর্মঘটে থাকছি না।' আইএনটিটিইউসির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল জানান,' ধর্মঘটের সংস্কৃতি বামেদের। প্রতিবছরই পুজোর আগে ঘটা করে ধর্মঘট ডাকে। কিন্তু আমাদের নেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ কর্মদিবস নষ্ট করা যাবে না।'

তিনি বলেন,' সেইল এর শ্রমিকদের যৌথমঞ্চের আন্দোলনের সমস্ত ইস্যু ন্যায়সঙ্গত। ইস্যুগুলো সমর্থন করি। বাংলায় কর্মদিবস নষ্ট না করে নতুন কর্মসংস্কৃতি আনতে চাই। তাতে বাংলায় বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে। তাই কারখানা সচল রেখে গনতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চলবে। কিন্তু ধর্মঘটে নেই।'

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিজেপি, রাজীব-শিবপ্রকাশের অনুপস্থিতি নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : পূর্বসূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার কলকাতার হেস্টিংসের বিজেপি কার্যালয়ে শুরু হয় বৈঠক। সেখানে শুভেন্দু অধিকারী, তথাগত রায়-সহ একাধিক নেতা থাকলেও দেখা মিলল না প্রাক্তন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে কানাঘুষো। তাঁর এই অনুপস্থিতি ফের উসকে দিয়েছে দলবদলের জল্পনা। এদিনের বৈঠকে দেখা যায়নি শিবপ্রকাশকেও। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপি-র কার্যকারিণী বৈঠকের একেবারে শেষবেলায় দেখা গেল দলের রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে। তবে শুধু দেখাই গেল। শোনা গেল না। বৈঠকে উপস্থিত বিজেপি নেতারা জানাচ্ছেন, দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার সঙ্গে কৈলাসবাবু উপস্থিত থাকলেও কিছু বলেননি। মঙ্গলবার সকালেই জানা গিয়েছিল, বৈঠকের বক্তার তালিকায় নামই নেই কৈলাসের। একই সঙ্গে জানানো হয়েছিল, রাজ্য বিজেপি আশা করছে, বিকেলে নড্ডার আগে তিনি কিছুক্ষণ বলতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল শ্রোতার ভূমিকাতেই রইলেন বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে রাজ্য বিজেপি-র অন্যতম কাণ্ডারির ভূমিকায় থাকা কৈলাসবাবু। মঙ্গলবার হেস্টিংসে রাজ্য বিজেপি-র কার্যকারিণী বৈঠক শুরু হয় দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ। প্রথমেই বক্তৃতা করেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশিই ভাষণ দেন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য নেতাদের অনেকে। বক্তা হিসেবে ছিলেন রাজ্য বিজেপি-র দুই সহ পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন এবং অমিত মালব্য। কিন্তু ছিলেন না পর্যবেক্ষক কৈলাসবাবু। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের দিল্লি দফতর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার দুই বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং দেবশ্রী চৌধুরী। ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকও। মঙ্গলবার অসমেও বিজেপি-র রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক ছিল। বেলা ১১টা থেকে সেই বৈঠকে ছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি নড্ডা। বিকেলে তিনি বাংলার বৈঠকে যোগ দেন। কৈলাসবাবু বৈঠকে আসেন তাঁরই সঙ্গে। কিন্তু তিনি আগাগোড়াই ছিলেন চুপ। কৈলাসের নাম বক্তার তালিকায় না থাকলেও দীর্ঘদিন বাংলার দায়িত্বে-থাকা কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক (সংগঠক) শিবপ্রকাশের নাম কিন্তু ছিল বক্তার তালিকায়। কিন্তু তাঁকে বৈঠকে দেখা যায়নি। রাজ্য বিজেপি-র এক নেতা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার পঞ্জাবেও কার্যকারিণী বৈঠক ছিল। সেখানে বেশি সময় দিতে হওয়ায় বাংলার শীর্ষবৈঠকে হাজির হতে পারেননি শিবপ্রকাশ। প্রসঙ্গত, মূলত বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিবপ্রকাশ সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকেও হাজির ছিলেন। তিনি কেন রইলেন না আর কৈলাসবাবু কেন চুপ রইলেন' তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই বিজেপি-র অন্দরে। তবে রাজ্য বিজেপি-র এক শীর্ষ নেতা বলেন, "যাঁরা জল্পনা করছেন তাঁদের করতে দিন। এর মধ্যে লুকোছাপার কিছু নেই। কেন্দ্রীয় নেতাদের শুধু একটা রাজ্যের কথা ভাবলেই হয় না। তাঁদের দায়িত্ব অনেক বড়।" সম্প্রতি মুকুল রায় তৃণমূলে ফিরে যাওয়ায় কৈলাসবাবু নিজেও কিছুটা চাপে রয়েছেন বলে অনেকে মনে করছেন। রাজ্য বিজেপি-র একাধিক সূত্রের বক্তব্য, মুকুলবাবুর দলত্যাগ আটকানোর জন্য কৈলাসকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কিন্তু তাতে সফল হননি ইনদওরের প্রাক্তন মেয়র। তাতে অস্বস্তিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি। এর পরে বাংলার দায়িত্ব থেকে তাঁকে 'মুক্ত' করে দেওয়ার আলোচনাও চলছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। বস্তুত, অনেকের মতে, সে কারণেই মঙ্গলবারের শীর্ষবৈঠকে তাঁকে 'মৌনী' করে রাখা হয়েছে। উপস্থিতিটি ছিল নিছকই 'নিয়মরক্ষা'র। ২০২১-এ বাংলা দখলের স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বাংলায় ক্ষমতা দখল নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় থেকে রাজ্য নেতারা যখন নিশ্চিত ছিলেন, তখন কেন উলটো ফল হল? ঠিক কী কী কারণে বিজেপি নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না? হারের সেই সব কারণ নিয়ে একেবারে নিচুতলার রিপোর্ট শুনতে চাইছিলেন অমিত শাহ, জে পি নাড্ডারা। সেই কারণেই ২৯ জুন রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি। উল্লেখ্য, এদিন মিটিং শুরুর আগেই একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে তোপ দাগেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ভোট পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের ৪১ জন কর্মী মারা গিয়েছে। ১১ হাজারের কাছাকাছি হিংসার ঘটনা আমাদের কাছে নথিবদ্ধ হয়েছে। এবিষয়ে রাজ্যকে জানিয়ে, অভিযোগ দায়ের করেও কোনও লাভ হচ্ছে না। শেষে আদালতে যেতে হয়েছে।" রাজ্যপালকে ক্রমাগত আক্রমণ প্রসঙ্গে বলেন, "সংকটের সময় জগদীপ ধনকর সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীও তাঁকে আক্রমণ করছেন। এভাবে চলতে পারে না।" এদিন টিকা কাণ্ডেও মমতা সরকারকেই তোপ দাগেন মেদিনীপুরের সাংসদ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পড়শি রাজ্য, জাতীয় স্তরের পরীক্ষার কোচিং ফি-ও মেটানো যাবে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড'-এর সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউপিএসসি, ডাব্লুবিসিএস-সহ রাজ্য ও জাতীয় স্তরের যে কোনও পরীক্ষার কোচিংয়েও এই কার্ড ব্যবহার করা যাবে।

মঙ্গলবার উচ্চশিক্ষা দফতর একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, শুধু প্রথাগত পড়াশোনাই নয়, কেউ আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস বা আইআইটি, আইআইএম এর মত প্রতিষ্ঠানে ভরতির জন্য কোচিং নিতে গেলেও স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড থেকে ঋণ পাওয়া যাবে।

দফতরের এক কর্তা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর চান ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য তাদের বাবা-মাকে যেন আর চিন্তা না করতে হয়। রাজ্য সরকার সবার পাশে থাকবে। স্নাতক-স্নাতকোত্তর, যেকোনও ডিপ্লোমা, ডক্টরেট, পোস্ট ডক্টরেট ইত্যাদি কোর্সের খরচ বহন করবে সরকার। ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাবে। চাকরি পাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা সুবিধে মতো ইএমআইতে ঋণ শোধ করতে পারবে।

রাজ্যের পড়ুয়াদের জন্য কন্যাশ্রী, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিটকাম মেন্স, শিক্ষাশ্রীর মত প্রকল্প আছে। এগুলির পাশাপাশি এবার সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চালু হতে চলেছে। মাধ্যমিক থেকে পোস্ট ডক্টরেট সর্বত্র পর্যন্ত পড়াশোনার বিভিন্ন ধাপে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাবে পড়ুয়ারা। ফলে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সুবিধা পাবে সকল পড়ুয়ারাই। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য ধার করতে হবে না তাঁর মা-বাবাকে। এমনকী, সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা খরচ হয়। ফলে অনেকে সেই পথে হাঁটতে পারেন না। এবার সেই চিন্তা কাটল।

বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিল, তারা ক্ষমতায় এলে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চালু হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত সপ্তাহে ঘোষণা করেন ৩০ জুন থেকে শুরু হবে এই ঐতিহাসিক প্রকল্প। বুধবার নবান্ন থেকে শুরু হবে এই প্রকল্প।

টিকাকান্ডে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি এসইউসিআই(সি)-র

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): টিকাকান্ডে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি করল এসইউসিআই(সি)। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। চিঠিতে চন্ডীবাবু লিখেছেন, "আমাদের দাবি কোন চাকুরিরত বিচারককে দিয়ে বা অন্য কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত করে তার রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা হোক এবং দোষীরা যত প্রভাবশালীই হোন না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আমরা আরও মনেকরি, সরকারের তরফে কেবল ঘোষণা নয়, অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়ে এই জঘন্যতম অপরাধ এই চক্র চালাতে পারল কী করে তারও জবাব দিতে হবে।

"নকল টিকা", "ভুয়ো টিকাকেন্দ্র" ও "জাল আইএএস" -র ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তা আমাদের বিস্মিত করেছে। ১) একজন 'জালিয়াত' কেমনভাবে এতদিন ধরে রাজ্যের মন্ত্রী, কলকাতা কর্পোরেশন, শাসক দলের সাংসদ ও নেতা এবং পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে ক্যাম্প করে মাস্ক, স্যানিটাইজার বিলি করল, মন্ত্রী ও অফিসারদের সংগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফলকে নাম ছাপাতে পারল? ২) টিকা ও প্রতিষেধকের জন্য সাধারণ মানুষের হন্যে হয়ে বেড়ানোর সুযোগ নিয়ে ঐ তথাকথিত জালিয়াত শাসক দলের সাংসদ ও বিধায়ককে দিয়ে প্রচার করে একাধিক ভুয়ো টিকাকরণ কেন্দ্র সংগঠিত করল অথচ পুলিশ কিছু জানতেই পারল না তা কী করে সম্ভব হল? ৩) কলকাতা কর্পোরেশন ও ওয়েস্টবেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের নামে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলল এবং তাতে ২ কোটি টাকার মত লেনদেন হল, চাকুরি দেওয়া, স্টেডিয়াম তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ নেওয়া চলল, অথচ পুলিশ বা সরকার কোন কিছুই টের পেল না - তা কেমন করে সম্ভব হল? দেবাঞ্জন দেবের মধ্যে কি তাহলে আর একটি সুদীপ্ত সেনের ঘটনা লুকিয়ে আছে? ৪) মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি কেবলমাত্র পুরসভা ও পুলিশের বিরুদ্ধে হালকা মন্তব্য করে দায়িত্ব এড়িয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। শাসক দল, রাজ্য সরকার ও পুলিশের প্রভাবশালী অংশের মদত ছাড়া যে এই ঘটনা এতদূর পর্যন্ত যেতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই সেই ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেবল রাজ্য সরকারের তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্ত করলে সত্য উদঘাটিত হওয়ার পরিবর্তে তা ধামাচাপা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি।"

ভুয়ো টিকা কাণ্ডে ৫ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত ধৃত দেবাঞ্জনের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): ভুয়ো করোনা টিকা কাণ্ডে ধৃত দেবাঞ্জন দেবকে ৫ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। তাকে জেরা করলেই এই রহস্যের শিকড়ে পৌঁছনো যাবে বলেই আশাবাদী পুলিশ। এই ক'দিন দেবাঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাবেন তদন্তকারীরা।

দেবাঞ্জন দেবের জীবনের পরতে পরতে শুধুই রহস্য। তার জালিয়াতির ছক কার্যত হতবাক করেছে তদন্তকারীদের। তবে পুলিশ নিশ্চিত যে দেবাঞ্জনের মাধ্যমে রহস্যভেদ সম্ভব।

মঙ্গলবার দেবাঞ্জনকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে সরকারি আইনজীবী সৌরিন ঘোষ ধৃতের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেন। তিনি জানান, দেবাঞ্জনের কাছ থেকেই মিলেছে বহু নথি। তাকে নিয়ে তল্লাশি চালালে আরও তথ্য প্রকাশ্যে আসবে, তাতে টিকা কাণ্ডের কিনারা করা সম্ভব হবে।

তবে এদিন আদালতে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছেন দেবাঞ্জনের আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বহুদিন ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন দেবাঞ্জন। ২০১৮ সালে উত্তর কলকাতার এক নামী মনোবিদের কাছেও গিয়েছিলেন টিকা কাণ্ডের 'নায়ক'। সেই ৩০ হাজার টাকা না থাকায় কাউন্সেলিং করাতে পারেননি তিনি।

আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য এদিন আদালতে বলেন, দেবাঞ্জন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই প্রথমে তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। যদিও এই অসুস্থতার বিষয়টি উড়িয়ে সৌরিন ঘোষ জানিয়েছেন, টিকা কাণ্ডের চক্রী দেবাঞ্জন সম্পূর্ণ সুস্থ।

টিকা যে জাল, তার কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি বলেও আদালতে সরব হন দেবাঞ্জনের আইনজীবী। দিব্যেন্দু ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, না জেনেই কেন টিকা জাল বলে দাবি করছে পুলিশ। যেখানে এখনও পর্যন্ত কারও অসুস্থতার বিষয় প্রকাশ্যে আসেনি, সেখানে টিকা ভুয়ো বলার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। দাবি করেন, মানুষের ক্ষতি হবে, এমন কোনও কাজ করতেই পারেন না দেবাঞ্জন। জানা গিয়েছে, এদিন আরও ৪ টি (২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ ও ১৮৮) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার হাই কোর্টে টিকা নিয়ে জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে। বুধবার তার শুনানি।

হাফলঙে সড়ক দুর্ঘটনা, মহিলা সহ আহত পাঁচ, সংকটজনক এক

হাফলং (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা সহ মোট পাঁচ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ৮-টা নাগাদ সরকারিবাগান এলাকায় এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে লোয়ার হাফলং থেকে হাফলং অভিমুখে আগত একটি অটো রিকশার সঙ্গে বিপরীতগামী (হাফলং থেকে লোয়ার হাফলংগামী) একটি অগ্নি নির্বাপক গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মুখোমুখি সংঘর্ষে অটো রিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার দরুন অটোর এক মহিলা সহ মোট পাঁচ যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ এলাকার মানুষ এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে হাফলং সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। বর্তমানে দুর্ঘটনায় আহত পাঁচ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে।

উল্লেখ্য, কোভিড প্রকোপের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অটো রিকশায় জনজনের বেশি যাত্রী নিয়ে চলাচলের ওপর জেলা প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর পরও হাফলং শহরে অটো রিকশা চালকরা সরকারি নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য এভাবে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

লোয়াইরপোয়ার বনভূমিগুলিতে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার দাবিতে ডিএফওকে স্মারকপত্র

বাজারিছড়া (অসম), ২৯ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অধীন বিভিন্ন বনভূমিতে জবরদখল করে বাড়িঘর, ফিশারি ও বাগান তৈরি করে অবৈধভাবে বসবাসকারী জবরদখলকারিদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাবহত রাখার দাবিতে ডিএফও জালনুর আলির হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়েছে স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংগঠন বন সুরক্ষা কমিটি।

সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল বনকর্তার সাথে দেখা করে তাঁর হাতে প্রদত্ত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বালিপিপলা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর পিপলাছড়া, পিপলাপুঞ্জি ও দেওয়ালি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা জঙ্গলের মূল্যবান গাছপালা কেটে বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। এতে হুমকির মুখে পড়েছে সরকারি বনাঞ্চল। এখানে জবরদখলকারীরা সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক ছক কষে সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখলের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের কেউই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নন।

প্রদত্ত স্মারকপত্রে আরও লেখা হয়েছে, এই সকল বনাঞ্চলের সংলগ্ন অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের বসন্তনগর ফরেস্ট ভিলেজে দীর্ঘদিন ধরে মাত্র তেরোটি পরিবার স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসলেও এখানে বর্তমানে আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি অবৈধ দখলদাররা বনভূমিতে জবরদখল করে বসতি স্থাপনের প্রচেষ্টা করছে। এরা ত্রিপুরা সহ অন্যান্য স্থান থেকে এখানে এসেছে। এতে রাজ্য তথা পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় জনবিস্ফোরণ ঘটছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে জবরদখলকারীদের শীঘ্র উচ্ছেদের দাবি জানান সংগঠনের কর্মকর্তারা। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, লোয়াইরপোয়ার ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার এসএস নাথের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছে। স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক।

বিল অনাদায়, বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তন গুয়াহাটির বেসরকারি আয়ুরসুন্দ্রা হাসপাতাল এবং স্বস্তিক ইঞ্জিনিয়ার্সের

গুয়াহাটি, ২৯ জুন (হি.স.) : বিদ্যুতের বিল পরিশোধ না করায় গুয়াহাটি মহানগরের গড়চুকে অবস্থিত বেসরকারি আয়ুরসুন্দ্রা হাসপাতাল এবং স্বস্তিক ইঞ্জিনিয়ার্সের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল) দফতর সূত্রের খবর, আয়ুরসুন্দ্রা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ বিলের ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার ৮৭০ টাকা পরিশোধ করেননি। এভাবে স্বস্তিকা ইঞ্জিনিয়ার্সও বিদ্যুৎ বিলের ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৭০ টাকা পরিশোধ না করায় তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ কর্তন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী বিমল বরা বিদ্যুৎ চুরি ও বিদ্যুতের বিল অনাদায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। গতকাল সোমবার মন্ত্রী বরা জানিয়েছিলেন, যাদের ৫০ হাজার টাকার বেশি বিল অনাদায়ী, তাঁদের শীঘ্র বিজুলি ভবনে চিফ ম্যানেজার (বাণিজ্যিক)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এছাড়া ৩০ হাজার টাকার বেশি বিল পরিশোধ যাঁরা করেননি তাঁদের কিস্তিতে বিলের টাকা আদায় করার সুবিধা দিয়েছিলেন মন্ত্রী।প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে অনাদায়ী ১০৬ কোটি টাকা আদায় করেছে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি।

তাইগ্রেতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল ইথিওপিয়া

ইথিওপিয়া, ২৯ জুন (হি. স.) : তাইগ্রে প্রদেশে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল ইথিওপিয়া। অবসান হতে চলেছে আট মাস ধরে চলা যুদ্ধের। এমনটাই জানিয়েছে সে দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম।

সূত্রের খবর, সোমবার তাইগ্রে প্রদেশের রাজধানী মেকেলের দখল নিয়েছে ইথিওপিয়ার সরকার বিরোধী সশস্ত্র রাজনৈতিক দল 'তাইগ্রে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট' । এক বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র গেটাচিউ রেডা বলেন, "মেকেলের দখল সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে।" রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্ট মোতাবেক, তাইগ্রে প্রদেশে যুদ্ধের ফলে কার্যত দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ। কিন্তু ফৌজ পাঠিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তাইগ্রে বিদ্রোহীদের কিছুতেই বাগে আনতে পারেননি ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ। শুধু তাই নয়, মেকেলে ফের দখল করেছে বিদ্রোহীরা। এহেন পরিস্থিতিতে চাপের মুখে পড়েই শান্তির বার্তা দিয়েছেন আবি বলেই মত বিশ্লেষকদের। সরকারের তরফে এক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, জুনের ২৮ তারিখ থেকে চাষের মরশুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চলবে।

ইয়োথ ফর ইন্টিগ্রেশন এন্ড সংযোগ ট্রাস্টের তরফ থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় আগরতলা প্রেসক্লাব প্রাঙ্গনে। ছবি নিজস্ব।

তেলিয়ামুড়ার পাহাড়ি জনপদে তিনজনের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। কি রোগে ৩ জনের মৃত্যু হল এনিয়ে ধোয়শার সৃষ্টি হয়েছে। তুইকই জয়ধন পাড়ায় তিনজনের মৃত্যু ম্যালেরিয়ায় হয়নি বলেও সরকারী তথ্য সামনে এসেছে। করোনায় তাদের মৃত্যু হয়নি। তাহলে কি রোগে মৃত্যু হল ওই তিনজনের। তেলিয়ামুড়া স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা এক সাক্ষাৎকারে জানান কি কারণে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে এই খবর ছড়িয়ে পড়তে বিগত দুইদিন পর পর তেলিয়ামুড়া স্বাস্থ্যদপ্তর এবং খোয়াই জেলার ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিরে ম্যালেরিয়া এবং কোভিড পরীক্ষা করানো হলেও ওই এলাকার কারও শরীরে ম্যালেরিয়া ও কোভিড পজিটিভ পাওয়া যায়নি। তবে কি কারণে মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে এখনও রয়েছে ধোঁয়াশা।

এদিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক আরো জানান গ্রামীণ ডাক্তার দিয়ে ওই তিনজনকে চিকিৎসা করানো হয়। সে বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। উল্লেখ্য গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবারে তুই কই জয়ধন পাড়া এলাকায় দুইজনের মৃত্যু হয়। অপর এক যুবক আমবাসা কুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের রাঙ্খল পারার তুই কই জয়ধন পাড়ায় মরণব্যাধি অজানা রোগে মৃত্যু হয় তিনজনের। গত বুধবারে প্রথম মৃত্যু হয় সাম রাঙ্খল (১৩), এদিনের রাতে দ্বিতীয় মৃত্যু হয় একই পরিবারের রসলিন রঙ্খল (১৭) এর। গত বুধবারের পরে বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় আরও এক যুবকের রাম কুমার রাঙ্খল (১২) এর। অপরদিকে আশীষ কুমার রাঙ্খল (২৫) বর্তমানে আমবাসার কুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনজনের মৃত্যু ঘটায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। মৃতের নিকট আত্মীয়া মিলন রাঙ্খল সংবাদ প্রতিনিধিকে জানিয়ে ছিলেন, মৃত তিনজনের করোণা পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের পরীক্ষার রিপোর্ট আসে নেগেটিভ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঔষধি গাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২৯ জুন।। মঙ্গলবার উদয়পুর জামজুড়ি আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েতে 'মুখ্যমন্ত্রীর স্বনির্ভর শীল পরিবার' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে উদয়পুর গোমতি জেলা উদ্যান বিষয়ক দপ্তর এবং বনদপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে প্রত্যেক পরিবারকে ১৫টি করে বিভিন্ন ধরনের ফল এবং ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। পেঁপে ,লেবু মেহগনি, অর্জুন ,চালিতা, নীম সুপারি চারা সহ আরো অনেক ধরনের ঔষধি চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এই গাছগুলো বিতরণ করা হয় জামজুড়িগ্রাম পঞ্চায়েতের রাজধর নগর এস বি স্কুল মাঠে। আগামী দিন যাতে সকল পরিবার স্বাবলম্বন হতে পারে সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্প চালু করেন। জামজুড়িগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত দাস সকলকে এই ধরনের সরকারী সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই ধরনের সুযোগ পেয়ে সবাই যারপরনাই খুশি।

কাকড়াবনে সরবত খাওয়ানোর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুন।। ৩৩ কাকড়াবন - শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাকড়াবনের ভারতীয় জনতা পার্টি অফিসের সামনে পথচলতি সাধারন মানুষ দের 'আনারস-লেবুর সরবত- রসালো ফল আম খাওয়ানো হয়। সেনিটেজার এবং মাস্কও বিতরন করা হয় আজ। উপস্থিতি ছিলেন - গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়। ৩৩ কাঁকড়াবন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মহিলা মোর্চার সভাপতি - লক্ষী দে মজুমদার ,গোমতী জেলার সভানেত্রী শুক্লা দে মজুমদার ঙও। মহিলা নেত্রী অনিমা দে মল্ল প্রমুখ। ন মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে কাকড়াবন থানায় কর্মরত পুলিশ কর্মীদের মধ্যে মাস্ক ও সেনিটেজার প্রদান করা হয়। তার সাথে কাঁকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার এবং দুস্থ রোগীদের মধ্যে ফল -মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কাকড়াবনে কর্মরত সাংবাদিকদেরও ফলের রস ,মাস্ক, সাবান ও সেনিটাজার দেওয়া হয়। করোনা আবহে জনগনকে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই ধরনের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

তুইসিন্দ্রাইয়ে করোনা টিকা নিয়ে ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। এম.পি.ডব্লিউ এবং একাংশ স্বাস্থ্যকর্মীদের খামখেয়ালিপনায় ১৮ উর্ধ করোনার টীকা নিতে এসে দুই"আড়াই ঘন্টা সময় সাধারণ জনগণকে বসে থাকতে হলো। ঘটনা মঙ্গলবার তুইসিন্দ্রাই বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে।জানা যায়, গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে ১৮ উর্ধ করুনার টীকাদান প্রক্রিয়া। এরই অঙ্গ হিসাবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াই বাড়ি;তুইসিন্দ্রাই বাড়ি;পুলিনপুর এলাকার মানুষ জনের কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার স্থানীয় তুইসিন্দ্রাই বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রদান করা হলো ১৮ উর্ধ"দের মধ্যে করুণার প্রতিষেধক। কিন্তু অনলাইনে যারা করুনার প্রতিষেধক নেওয়ার জন্য বুকিং করিয়েছে তাদের সময় দেওয়া হয়েছে সকাল ৯ টা থেকে প্রদান করা হবে করুনার প্রতিষেধক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সকাল ৯টা গড়িয়ে বেলা ১১:০০ বাজলে-ও দেখা মেলেনি তুইসিন্দ্রাই বাড়ি দ্বাদশে হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীদের।বেলা প্রায় ১১:৩০ মিঃ নাগাদ এম.পি.ডব্লিউ রাকেশ পাল বাবু তুইসিন্দ্রাই বাড়ি দ্বাদশে এসে পৌঁছায়। যদিও বিদ্যালয়ে পৌঁছার পর প্রত্যক্ষ করা গেল রাকেশ বাবু ব্যাস্ত প্রিয়জনের সঙ্গে ফোনে বার্তালাপে ব্যাস্ত।তবে যাই হোক এম.পি.ডব্লিউ রাকেশ পাল বিদ্যালয়ে পৌঁছার পর বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ শুরু হয় টীকা দান কর্মসূচি।

বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীর মৃত্যুতে অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জুন।। "শুধু একদিন সঙ্গ বিহীন বিদ্রোহ করে প্রান...."অনুরাগ। বয়স বড় জোড় দশ। দু"চোখ জুড়ে স্বপ্ন। উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারীর প্রাথমিক বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর পড়ুয়া। চারদিন হতে চলল ছোট্ট পরিবারটির রুটি রোজির ভরসা বাবা গোপাল দত্ত চলে গেছেন না ফেরার দেশে। দীর্ঘ ১ মাস ১১দিনের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে হার মেনেছে গোপাল। উদয়পুরে বিদ্যুৎ নিগমের পরিবেষা প্রদানকারী টিমের সবচেয়ে সুদক্ষ কর্মীটি ছিল ভরসার সম্পদ। দুর্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়তো দেখা যেত লাইন সারাইয়ের কাজে। সেদিনও শ্রান্ত পরিশ্রান্ত গোপাল নিগমের লাইন সারাইয়ের কাজেই যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যে ক্যাবল নিয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের নিত্যদিনের উঠাবসা, সেই একটি ক্যাবলকে সেদিন সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসার আপ্রান চেষ্টা করতে গিয়েই বিপত্তি। বাঁশের সিঁড়ি থেকে ভূপতিত হয়ে জীবনের সিঁড়ি থেকেও ছিটকে যায় গোপাল।

আজ চারদিন। চারদিনের কাজের সময় গোপালের মা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন গোপালের কথা বলে। সদ্য স্বামী হারা -যখন সামনে এসে দাঁড়ায় একমাত্র সন্তান অনুরাগ। অবুঝ শিশু যেন বুঝে উঠেনি মাথার উপর ছাদ নেই। বসত বাড়ির আর্ধেক বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন স্ত্রী মৌসুমী। গোপালের বোন ও কাছের আত্মীয় পরিজনরা ৪ লক্ষাধিক টাকা ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। নিজের কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী আধিকারিকরা দু"দফায় যতটা সম্ভব অর্থ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সবার ভাবনায় ছিল বেঁচে উঠুক গোপাল। রাজ্যের আই এল এস হাসপাতালে বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ের পর হাল ছেড়ে দেন সকলে। চিকিৎসক দলও। গোপালের পরিবারের মাথার উপর নেমে আসে নিকষ কালো মেঘের ঘনঘটা অন্ধকার। বিপুল ব্যয় ভারে ন্যুব্জ পরিবার শেষটায় গোপালকে জিবিতে নিয়ে আসে। না, শেষ রক্ষা হয়নি। সবার প্রত্যাশা প্রত্যাখ্যান করে গোপাল আজ চারদিনের অতীত। ছোট্ট দপ্তরীয় কর্মজীবনে এক অক্ষয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে গোপালের নাম। গোপালকে ভুলবে না তোমার সহকর্মী ভাইরা। এই সরোবর নগরীর বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। গোপালের পরিবারের তরফ থেকে কাতর আবেদন করেছেন সব দিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

বিলোনীয়ায় আক্রান্ত কর্মচারী নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ জুন।। সোমবার রাতে বিদ্যাপীঠ এলাকায় নিজ বাড়ীর সামনে বাইক বাহিনীর হাতে মারাত্তক ভাবে আক্রান্ত হন টি ই সি সি (এইচ বি আর) বিলোনীয়া বিভাগীয় সম্পাদক ধীমান চক্রকর্তী। রবিবার সন্ধ্যায় বাইক বাহিনী টি ই সি সি (এইচ বি আর) বিলোনীয়া বিভাগীয় অফিসে আক্রমন করে। মঙ্গলবার বিস্তিত ঘটনা জানিয়ে টি ই সি সি (এইচ বি আর) বিলোনীয়া বিভাগীয় কমিটি বিলোনীয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে সংগঠনের তরফে দক্ষিন জেলার জেলা শাসক ও জেলা পুলিস সুপারের নিকট প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। ডেপুটেশান শেষে টি ই সি সি (এইচ বি আর) বিলোনীয়া বিভাগীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নেতৃত্ব জানান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজ কর্মে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা খুশি নন। যারা একটা সময় বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেরে গেছেন তারা এখন বুঝতে পারছেন রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম সংগঠন টি ই সি সি। এই সময়ে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক কর্মচারীরা আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। তারা নানা ভাবে কাজ করছেন এটা সমাজ দ্রোহীদের সহ্য হচ্ছেনা। সংগঠনের তরফে বলা হয় রাজ্যে গনতান্ত্রীক ব্যাবসা কঠিন চেলেঞ্জের মুখে। মানুষের নিরাপত্তাঁপ্রশ্ন চিহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। সংগঠনের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে অবিলম্বে সন্ত্রাস বন্ধ করে রাজ্যে আইন এবং গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানানো হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে টি ই সি সি (এইচ বি আর) বিলোনীয়া বিভাগীয় অফিস ও বিভাগীয় সম্পাদকের উপর আক্রমনের তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানান নেতৃত্ব। তারা ঘটনায় যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও গনতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জেলা শাসক এবং জেলা পুলিস সুপারের নিকট ডেপুটেশানের মাধ্যমে দাবি জানান বলে সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা বলেন।

এদিনর সাংবাদিক সম্মেলনে উপসিত ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সভাপতি বিপ্লব ভুয়া, সংগঠনের নেতা জীবন শীল প্রমুখ।

খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২৯ জুন।। খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা গ্রস্ত অবস্থায় ছিল।রাস্তায় চলাচল কারী ছোট বড় মাঝারি যাত্রীবাহী যানবাহন সহ পথচারীরা যাতায়াতে বেগ পেতে হতো। নিত্যদিন এই সড়কপথে পথ দুর্ঘটনা লেগেই থাকতো বেহাল দশা গ্রস্ত রাস্তা হওয়ার কারণে। অবশেষে খোয়াই তেলিয়ামুড়া সড়ক সংস্কারের কাজে হাত লাগায় পূর্ত দপ্তর। জানা যায় এই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয় দীর্ঘ এক মাস পূর্বে।বর্তমানে ও রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। কাজটি শুরু হয় খোয়াই থেকে।খোয়াই এই সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে শেষ হবে তেলিয়ামুড়া করিলং এলাকায় এসে।তবে ভগ্নদশা গ্রস্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়াতে বিভিন্ন যানবাহন চালক এবং পথচারীরা স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবে।রাস্তা সংস্কারের কাজ নিয়ে এক ব্যক্তি জানায়,পূর্বে এই রাস্তা খুবই করুণ দশা ছিল। যা যাতায়াতের অনুপযুক্ত। কিন্তু বর্তমানে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলতে থাকায় তারাও খুশি। তিনি আরো জানান রাস্তা সংস্কারের কাজ গুণগত মানসম্পন্ন ভাবে হচ্ছে। তবে এই কাজ কতটা গুণগতমানসম্পন্ন ভাবে হচ্ছে সেটা সময়ই বলবে।

সুস্থতা

● প্রথম পাতার পর

জন, দক্ষিণ জেলায় ৫১ জন, গোমতি জেলায় ৪৪ জন, ধলাই জেলায় ৫৬ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫৮ জন, উনকোটি জেলায় ৩০ জন এবং খোয়াই জেলায় ৫৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

হাইকোর্ট

● প্রথম পাতার পর

শংসাপত্র প্রদানের বর্তমান স্থিতি কী? যদি মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে থাকে, তা জানাতে বলেছে আদালত। এছাড়া, কোনও ব্যক্তি করোনা-মুক্ত হওয়ার পর কোনও শারীরিক অসুস্থতায় মৃত্যু হলে ত্রিপুরা সরকারের করণীয় বিষয় সম্পর্কেও জানতে চেয়েছে উচ্চ আদালত।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

ওপর বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে বলে তিনি সরাসরি অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধী দলকে আন্দোলন করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাকে সমাজবিরোধীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে ত্রিপুরায় আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য জোরালো তিনি দাবি জানিয়েছেন।

চল্লিশ

● প্রথম পাতার পর

দিচ্ছে দেশবাসীকে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৬ হাজার ৯৯৪ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৩,৬৬,৬০১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.৮৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ ২৯ হাজার ৫১০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

বরখাস্ত পুলিশকর্মী

● আটের পাতার পর

গ্রামের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা চামির উদ্দিনের ছেলে নজমুল হক(৩০)কে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল ৭ টা ১১ মিনিটের সময় আন্তরাষ্ট্রীয় মাদক কারবারীদের মূল মাস্টারমাইন্ড ফারুক আহমেদ প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য লকা আপের বাথরুমে যায়। বাথরুমে থাকা অবস্থায় ১১ মিনিট কেটে যাওয়াতে কর্তব্যরত সেন্টি ত্রিকোনা সিনহার সন্দেহ হয়।তখন পুলিশ কর্মী বাথরুমের দরজা খুলে দেখতে পায় আসামি বাথরুমের ছোট ভেন্টিলেটর দিয়ে পালিয়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ থানার সকল অফিসার সহ পুলিশ ও টিএসআর মিলে কদমতলা থানা এলাকা সহ গোটা উত্তর জেল জুড়ে লোকদেখানোর নামে দিনভর খুঁজা খুঁজি করলেও মাদক কারবারি ফারুক আহমেদকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাহাঙ্গীর।

অবশেষে ঘটনা সংঘটিত হবার ১২ ঘন্টার মাথায় উত্তর জেলার পুলিশ প্রশাসন তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী ত্রিকোণা সিনহাকে বরখাস্ত করে।তবে নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, শুধু কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করেই কি রেহাই পেয়ে যাবে পুলিশ প্রশাসন।এই কান্ডে সমপরিমাণ দোষীতো থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারও।কেননা উনার থানার লক আপের বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে মানুষ গায়ের হবার মতো রাস্তা রয়েছে আর তাতে কোন দৃষ্টিপাত করেননি,সেটাকি হয়।তাছাড়া কৃষ্ণধন সরকারের নামে পূর্বেও টাকা গিলে থানা থেকে আসামি ছেড়ে দেবার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।আর তাতে এই কান্ডে থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের কোন প্রকার যোগসূত্র যে নেই, তাও বলা যাচ্ছেনা।সানীয় জনগন এই ঘটনার সুষ্ট তদন্তের দাবি ও ওসি কৃষ্ণধন সরকারের বরখাস্তের দাবি তুলছেন। পাশাপাশি সচেতন মহলের অভিমত,এই চোর-পুলিশ খেলায় পুলিশের কোনো মদত নয়তো? কিভাবে দিনের আলোয় থানার বাথরুমের ভেতরের ছোট ভেন্টিলেটর দিয়ে থানা কমপ্লেক্স থেকে বের হয়ে এক আসামি গা ঢাকা দিল?

তাছাড়া আসামিদের বাথরুমের পেছনে অবস্থান করছে কদমতলা থানার কনস্টেবলের ব্যারাক সহ কোয়াটার ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে লক আপে থাকা আসামি দিনের আলোয় মিলিয়ে গেলো? তা নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন।

অপরদিকে একটি বিশেষ সূত্রে জানা যায়, আন্তরাষ্ট্রীয় মাদক কারবারি ফারুক আহমেদ, থানার বাথরুমের ছোট ভেন্টিলেটর দিয়ে বের হবার পর পূর্ব লালছড়া হয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্য আসামে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারের গা ঢিলে ও উদাসীনতা মনোভাবের ফল ভুগছে কদমতলা থানা। এখন দেখার বিষয়,চোর-পুলিশ খেলায় মাদক আইনে অভিযুক্ত একজন আন্তরাষ্ট্রীয় মাদক কারবারিকে পুলিশ আদৌও খুঁজে বের করতে পারে কি না, সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

চড়িলামে

● আটের পাতার পর

উদ্দিন ও সালাম উদ্দিন বাইকে করে পরিমল চৌমুহনি থেকে বিশালগড়ের দিকে আসছিল। অপরদিকে চড়িলাম পেট্রোল পাম্প থেকে ডিজেল নিয়ে জাতীয় সড়কে উঠার সময় ঘাতক টাটা এইচ গাড়িটি বাইকটিকে স্বজুড়ে ধাক্কা মারে। এতে বাইক থেকে ছিটকে পরে গুরতর আহত হয় বাইকে থাকা দুই যুবক। খবর পেয়ে দুজনকেই উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে।

ফুলবাড়ি

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যাগন লিখিত আকারে ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসারের নিকট আবেদন করেন যে, প্রদান ও উপ-প্রধানের অনৈতিক কার্যক্রম স্বজনপোষণ ও ব্যাপক দুর্নীতির কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধানের ১৯৯৩ এর ২৩ নং ধারায় প্রদান ও উপ-প্রধানের অপসারণের আর্জি জানান। নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি উর্দতন কর্তৃপক্ষ সঠিক তদন্ত ক্রমে আইনানুগ বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পদক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং পরিচালনা ও স্টোর করার জন্য টিএসডিসি বিভিন্ন দফতর, সংস্থাকে ডাটা সেন্টার, ক্লাউড সার্ভিস দিচ্ছে। গত ৩১ মে পর্যন্ত টিএসডিসি-তে ৬৬টি অ্যাপ্লিকেশন এবং ১৩৬টি বিভিন্ন সরকারি দফতরের ওয়েবসাইট হোস্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে এইচআরএমএস, সিটিওএস, সিসিটিএনএস, ই-অফিস, স্প্যারো, ই-পোস্টার, জমি।

হর্ষবর্ধন

● প্রথম পাতার পর

মিলেছে। তাই কোভিড আচরণ মেনে ও আরও বেশি সংখ্যক মানুষের টিকাকরণের মাধ্যমে, আমরা সম্ভবত কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য পেতে পারি।' দিল্লি-সহ বেশ কিছু রাজ্যে অনেকটাই কমেছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা, এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন, 'কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ এখনও শেষ হয়নি। দিল্লিতে সংক্রমণের সংখ্যা অবশ্যই কমেছে, কিন্তু বিগত দেড় বছরের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি কোনও পরিস্থিতিতেই আমাদের ঢিলেমি করা উচিত নয়। সমাজ ও মানুষেরও উচিত নয় ঢিলেমি করা, আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অনেকটাই কমেছে বলে মনে করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই বিষয়টি তাঁরর নজরে আছে বলে বৈঠকে জানান মোদী।

মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় সুবিধাভোগীদের মধ্যে নানা সামগ্রী বিতরণ করা হয় কাঁঠালতলী গ্রাম পঞ্চায়েতে।

খেলাধুলা

মেসির জোড়া গোল, বলিভিয়াকে হারিয়ে কোপার কোয়ার্টারে আর্জেন্টিনা

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): গ্রুপ শীর্ষে থেকেই কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা। মঙ্গলবার ৪-১ গোলে বলিভিয়াকে হারিয়ে দিল তারা। জোড়া গোল লিওনেল মেসির। মেসি নিজে গোল করলেন। এবং সতীর্থদের দিয়ে গোল করালেনও। তাই কোপা আমেরিকার এ গ্রুপ থেকে চার ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল আর্জেন্টিনা এবং এক নম্বর হয়েই। এবার শনিবার তারা সেমিফাইনালে ওঠার জন্য খেলবে ইকোয়েডরের সঙ্গে।

এবারের কোপায় মেসিকে সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না বলে একটা মৃদু অনুযোগ উঠছিল ফুটবল মহলে। সেটাকে এক ধাক্কায় উড়িয়ে দিলেন মেসি। তবে সোমবার আর্জেন্টিনা শুরু থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলিভিয়ার উপর। মাত্র ছয় মিনিটের মধ্যে তারা গোল পেয়ে যায়। তবে গোল খাওয়ার আগে তাদের গোলকিপার কার্লোস ল্যাম্প দুটি নিশ্চিত গোল সেভ করেন অ্যাঞ্জেল কোরিয়া এবং সের্জিও অগুয়েরোর শট বাঁচিয়ে। তিন মিনিটের মধ্যে গোল খাওয়া বাঁচলেও ছয় মিনিটের মাথায় গোল খেতে হয় বলিভিয়াকে। মেসির লম্বা পাস ধরে আলেহান্দ্রো গোমেজ বলিভিয়া গোলকিপারকে হার মানান। ৩১ মিনিটে বক্সের মধ্যে গোমেজকে ফাউল করে বলিভিয়া ডিফেন্ডার। মেসিই পেনাল্টি মারেন এবং গোল করেন। ৪২ মিনিটে অগুয়েরোর পাস থেকে মেসি আবার গোল করলে আর্জেন্টিনার হয়ে তাঁর ৭৫টা গোল করা হয়ে যায়।

বিরতির আগেই তিন গোল হয়ে গেলে ম্যাচে আর কিছু থাকে না। কিন্তু বলিভিয়া তখনও লড়াই ছাড়েনি। এবং তারই পুরস্কার তারা পেল ৬০ মিনিটে। আর্জেন্টিনা ডিফেন্সের সামান্য ভুলে গোল করে চলে গেলেন এডউইন সাভেদ্রা। এই গোলটা আর্জেন্টিনার অহং বোধে ধাক্কা দিয়েছিল। তাই অগুয়েরোর বদলি লওতারো মার্টিনেস মাঠে নেমেই গোল করলেন ৬৫ মিনিটে। এর পর অবশ্য ম্যাচে আর কিছু হয়নি। এদিনের অন্য ম্যাচে উরুগুয়ে ১-০ গোলে হারাল প্যারাগুয়েকে। ১৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করলেন এডিনসন কাভানি। এই ম্যাচে লু সুয়ারেজ খেলেননি।

কোপার দশটি টিমের মধ্যে ভেনেজুয়েলা এবং বলিভিয়া বিদায় নিল। এখন কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল খেলবে চিলির সঙ্গে। কলম্বিয়া মুখোমুখি হবে উরুগুয়ের। পেরু খেলবে প্যারাগুয়ের সঙ্গে। আর আর্জেন্টিনার সামনে ইকোয়েডর। কোয়ার্টার ফাইনালের ক্রীড়াসূচি থেকেই স্পষ্ট যে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা ফাইনালের আগে আর মুখোমুখি হচ্ছে না।

মেসির সম্ভবত এটাই শেষ কোপা। এখন পর্যন্ত এই ট্রফিটা তাঁর অধরা। তাই শেষ কোপায় তিনি ট্রফিটা ধরতে পারেন কি না তাই এখন দেখার।

পেনাল্টি মিসে ক্ষোভের মুখে চিঠি লিখে ক্ষমা চাইলেন ফ্রেঞ্চ তারকা এমবাপে

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.): ইউরো কাপে সেরা অঘটন। টাইব্রেকারে সুইৎজারল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপের পেনাল্টি মিসের কারনেই সুইজারল্যান্ডের কাছে টাইব্রেকারে হেরে ইউরো কাপের শেষ ১৬ রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ফ্রান্স। এরপর নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে ক্ষমা চাইলেন এমবাপে। সকলের উদ্দেশ্যে আবেগ প্রবণ বার্তা লিখলেন তিনি। যদিও এমন খারাপ সময়ে এমবাপের পাশে দাঁড়িয়েছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ে দেশাঁ। তবে এরপরে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দেন নেটিজেনরা। বিভিন্ন মিম পোস্ট করা হয়।

রোমানিয়ার বুখারেস্টে ইউরো কাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স। চরম নাটকীয়তা মোড়া এই ম্যাচে ফ্রান্স পিছিয়ে গিয়েও ফিরে আসে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলার ফল সমান থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। এরপরেও ম্যাচ ৩-৩ গোলে অমীমংসিত থেকে গেলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই গোল মিস করেন কিলিয়ান এমবাপে। ৫-৪ ফলাফলে হেভিওয়েটদের হারিয়ে দেয় সুইজারল্যান্ড। তারকা কিলিয়ান এমবাপের পেনাল্টি মিসের খেসারত দিয়ে ইউরো কাপ থেকে ছিটকে যায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

এরপরে এমবাপের পাশে দাঁড়িয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে। তিনিও এমবাপেকে সবকিছু ভুলে নতুন করে শুরু করতে বলছেন। দলের কোচ দিদিয়ে দেশাঁও মনে করেন তাঁর দলের সব ফুটবলার নিজেদের একশো শতাংশ দিয়েছেন। ফ্রান্সের কোচ জানান, এমবাপেও ম্যাচে নিজের সেরাটা দিয়েছিলেন। দিদিয়ে দেশাঁও মনে করেন এই কঠিন অবস্থা থেকে এমবাপে বেরিয়ে আসবেন।

সকলে পাশে দাঁড়ালেও পেনাল্টি মিস করে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন না কিলিয়ান এমবাপে। ম্যাচ শেষে নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখলেন একটি বড় চিঠি। চিঠিতে সমর্থকদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছেন এমবাপ। আবেগঘন এই বার্তার শেষে তিনি বুঝিয়েছেন আগামী তাঁর কাছে বেশ কঠিন হতে চলেছে।

৫-৩ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেন

কোপেনহেগেন, ২৯ জুন (হি.স.): কোপেনহেগেনে গোলের বন্যা। হাড্ডহাড্ডি লড়াইয়ে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেন। ৫-৩ গোলে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল লুই এনরিকের স্পেন।

হাড্ডহাড্ডি লড়াই হবে সেটা জানাই ছিল। কিন্তু লড়াইটা যে এমন উচ্চতায় পৌঁছবে তা ভাবাও যায়নি। এখনও পর্যন্ত ইউরো কাপে এই ম্যাচকেই হয়ত সেরার তকমা দেবেন সকলে। ম্যাচ শুরুর ২০ মিনিটে প্রথম গোল। স্পেনের গোলরক্ষকের ভুলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। কিন্তু হার মানার মেজাজে এদিন ছিল না স্পেন। ৩৫ মিনিটের মধ্যেই দুরন্ত গোল করে স্পেনকে সমতায় ফেরান সারাবিয়া।

স্পেন বনাম ক্রোয়েশিয়া নাটকের আসল ক্লাইম্যাক্স অবশ্য অপেক্ষা করছিল দ্বিতীয়ার্ধে। এনরিকের দলের ভয়ঙ্কর আক্রমণ। ক্রোয়েশিয়াকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। শুরু থেকেই ক্রোটদের বক্সে স্প্যানিশ আক্রমণের ঝড়। ৫৭ মিনিটে অ্যাজপিলিসুয়েতা এবং ৭৬ মিনিটে তোরেসের গোলউ ব্যবধান ৩-১উ অতিবড় ক্রোয়েশিয়া সমর্থকও তখন হয়ত হার মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু মদরিচ যে তখনও মাঠে ছিলেন সেটা হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন সকলেউ শেষ ১৫ মিনিটে স্পেনকে নাস্তানাবুদ করে দিলেন তিনি একাই। গোল করেননি, তবে করালেনউ ৮৫ মিনিটে অরসিচ এবং ইঞ্জুরি টাইমে পাসালিচের গোলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ক্রোয়েশিয়ার। এনরিকের কপালে ফের চিন্তার ভাঁজ। অন্যদিকে দালিচ তখন চূড়ান্ত উত্তেজিত।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা এদিন স্পেনেরই সহায় ছিলেন। ম্যাচ গড়াল অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেই আর স্পেনকে আটকে রাখতে পারেনি ক্রোয়েশিয়া। সুযোগ অবশ্য প্রথম পেয়েছিলেন মদরিচরাই। কিন্তু গোল আসেনি। পাল্টা আক্রমণের খেলায় আর কোনও ভুল করেননি মোরাতা।

১০০ মিনিটের মাথায় তাঁর গোল। ৩ মিনিটের মধ্যে অয়ারজাবালের গোলে ম্যাচের ভাগ্য নিশ্চিত হয়ে যায়। আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ক্রোয়েশিয়া। ইউরোর শেষ আটে স্পেন। আর এক দুরন্ত লড়াইয়ের নিদর্শন রেখে মাঠ ছাড়তে হল ক্রোয়েশিয়াকে। হেরেও ফুটবল বিশ্বের মন কেড়ে নিল ক্রোটরা।

১৭ অক্টোবর থেকে শুরু টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল হবে ১৪ নভেম্বর : আইসিসি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): টি২০ বিশ্বকাপের দিনক্ষণ ঘোষণা করল আইসিসি। আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে এ বারের টি২০ বিশ্বকাপ। ফাইনাল হবে ১৪ নভেম্বর। ভারতে খেলা হওয়ার কথা থাকলেও করোনা সংক্রমণের কারণে প্রতিযোগিতা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানে। মঙ্গলবার এমনটাই জানাল আইসিসি।

আইসিসির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ভারতে নয়, ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানে। সঙ্গে এও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৭ অক্টোবর এবং ফাইনাল খেলা হবে ১৪ নভেম্বর।

বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে দুবাই, আবু ধাবি, শারজা ও ওমান ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে। টুর্নামেন্টের ফর্ম্যাটও জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। বিজ্ঞপ্তিতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, করোনা মহামারির জন্য ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব থাকছে বিসিসিআইয়ের হাতেই। আটটি কোয়ালিফাইং দেশকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। দলগুলিকে আমিরশাহি ও ওমানে খেলার জন্য ভাগ করে দেওয়া হবে। ৪টি দল "সুপার টুয়েলভস" রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সরাসরি অংশ নেবে আটটি প্রথমসারির দল। প্রথম রাউন্ডে মাঠে নামবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, নমিবিয়া, ওমান ও পাপুয়া নিউ গিনি।

আইসিসি-র সিইও জিয়োফ অ্যালার্ডিস বলেন, "টি২০ বিশ্বকাপ যাতে সুস্থ ভাবে হয়, সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব। ভারতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে না পেরে আমরা দুঃখিত। ভারতীয় বোর্ড, আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ড এবং ওমান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমরা এমন ভাবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চাই, যাতে সমর্থকরা উপভোগ করতে পারেন।"

এদিক, ভারতীয় বোর্ডের প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বিসিসিআই মুখিয়ে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য। আরব আমিরশাহি এবং ওমানে আয়োজন করা হবে এ বারের টি২০ বিশ্বকাপ। ভারতে আয়োজন করতে পারলে আরও খুশি হতাম। তবে দেশের করোনা আতিমারি পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেনি। সেই কারণে আরব এবং ওমানে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।"

১৭ অক্টোবর থেকে শুরু টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল হবে ১৪ নভেম্বর : আইসিসি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): টি২০ বিশ্বকাপের দিনক্ষণ ঘোষণা করল আইসিসি। আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে এ বারের টি২০ বিশ্বকাপ। ফাইনাল হবে ১৪ নভেম্বর। ভারতে খেলা হওয়ার কথা থাকলেও করোনা সংক্রমণের কারণে প্রতিযোগিতা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ওমানে। মঙ্গলবার এমনটাই জানাল আইসিসি।

আইসিসির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ভারতে নয়, ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানে। সঙ্গে এও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৭ অক্টোবর এবং ফাইনাল খেলা হবে ১৪ নভেম্বর। বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে দুবাই, আবু ধাবি, শারজা ও ওমান ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে। টুর্নামেন্টের ফর্ম্যাটও জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি। বিজ্ঞপ্তিতে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, করোনা মহামারির জন্য ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব থাকছে বিসিসিআইয়ের হাতেই। আটটি কোয়ালিফাইং দেশকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। দলগুলিকে আমিরশাহি ও ওমানে খেলার জন্য ভাগ করে দেওয়া হবে। ৪টি দল "সুপার টুয়েলভস" রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করবে, যেখানে সরাসরি অংশ নেবে আটটি প্রথমসারির দল। প্রথম রাউন্ডে মাঠে নামবে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড, নমিবিয়া, ওমান ও পাপুয়া নিউ গিনি।

আইসিসি-র সিইও জিয়োফ অ্যালার্ডিস বলেন, "টি২০ বিশ্বকাপ যাতে সুস্থ ভাবে হয়, সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব। ভারতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে না পেরে আমরা দুঃখিত। ভারতীয় বোর্ড, আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ড এবং ওমান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমরা এমন ভাবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চাই, যাতে সমর্থকরা উপভোগ করতে পারেন।" এদিক, ভারতীয় বোর্ডের প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বিসিসিআই মুখিয়ে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য। আরব আমিরশাহি এবং ওমানে আয়োজন করা হবে এ বারের টি২০ বিশ্বকাপ। ভারতে আয়োজন করতে পারলে আরও খুশি হতাম। তবে দেশের করোনা আতিমারি পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেনি। সেই কারণে আরব এবং ওমানে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।"

টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়ে আইসিসি ও বিসিসিআইকে ধন্যবাদ ইউএই ও ওমানের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতে আচমকা টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পেয়ে আইসিসি ও বিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানাল ইউএই ও ওমান ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসির তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ভারতে নয়, ২০২১ টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানে। সঙ্গে এও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৭ অক্টোবর এবং ফাইনাল খেলা হবে ১৪ নভেম্বর। এরপরই আইসিসি ও বিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানাল ইউএই ও ওমান ক্রিকেট বোর্ড। আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি খালিদ আল জারুনি বলেন, "ভারতীয় বোর্ড এবং আইসিসি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখায় আমরা গর্বিত। সুস্থ ভাবে টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করার ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বেশ কিছু প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পর টি২০ বিশ্বকাপও সুস্থ ভাবে আয়োজন করার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।" এদিকে, ওমান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান পঙ্কজ খিমজি বলেন, "টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য ওমানকে বেছে নেওয়া দেশের জন্য বড়মুহূর্ত। ভারতীয় বোর্ড এবং আইসিসি-কে সাহায্য করার জন্য আমরা সব রকম চেষ্টা করব। সমস্ত দলকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত ০৭টি ব্লকের অধীনে যে সমস্ত Additional PMAY-G (Kutcha House) বেনিফিসিয়ারিদেরকে চিহ্নিত করা যায়নি অথবা সন্ধান পাওয়া যায়নি তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য বিগত ২৮ থেকে ৩০শে জুন, ২০২১ ইং পর্যন্ত শুনানির (Hearing) তারিখ নির্ধারিত করা হয়েছিল তা এখন আগামী ০৩ জুলাই, ২০২১ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এর মধ্যে যদি কোনো বেনিফিসিয়ারিদের দাবি এবং আপত্তি থাকে তাহলে নিজ নিজ ব্লকে শুনানিতে (Hearing) উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sd/-Illegible
(VISHWASREE B, IAS)
District Magistrate & Collector
ICA-D-434/21 Sepahijala District, Bishramganj, Tripura

Advertisement

Trainee Registration is going on and will close by 12th July 2021
Special Training Programme in **Health care Sector,** Inaugurated by the **Hon'ble Prime Minister of India** on 18th June 2021
Training in customized **Health Care Trades for Covid support** under central component of **PMKVY 3.0**
Sponsored by the **Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Govt of India.**

Training will be provided to the following trades

S. No	Name of Job role	Min Qualifications	Training duration (Hrs)
1	Emergency Medical Technician - Basic	12th Pass	144
2	General Duty Assistant (GDA)	10th Pass	195
3	GDA - Advanced (Critical Care)	10th Pass	210
4	Home Health Aide	10th Pass	195
5	Medical Equipment Technology Assistant	10th +ITI+3-5 yrs experience or Diploma in Technical Subjects	312
6	Phlebotomist	12th Science	211

Interested eligible trainees' from every district may apply for the training as per the **format (Annexure I) and submit the details in office of the District Magistrate & Collector/ District Industry centre of concerned district before 4 PM of 12th July 2021** or may directly send the soft copy of the format to skilltripura@gmail.com.
For any clarifications, kindly visit the office of the Directorate of Skill Development, Time : 12.00 PM to 2 PM in all working days.
Contact Person - Joint Director, Skill Development.
The **format (Annexure I)** & other details, please visit **https://tripura.gov.in.** Also visit General Manager, District Industry centre (DIC) of all 8 districts and Assistant Project Director, Office of the District Magistrate & Collector of all 8 districts.

Sd/- Illegible
Director, Skill Development
Govt of Tripura
ICA-D-427/21 **ITI Road, Indranagar, Agartala-799006**

জাগরণ 30 June, 2021, Tuesday আগরতলা ৩০ জুন, ২০২১ ইং, ■ ১৫ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এক দেশ, এক রেশন কার্ড প্রকল্প ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে কার্যকর করতে হবে ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ প্রকল্প। ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ প্রকল্প চালুর জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে মঙ্গলবার এই নির্দেশই দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এবিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের দিকে।

মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত এক নির্দেশিকায় সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’-এর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অনলাইন পোর্টাল চালু করুক কেন্দ্র। তাতে প্রত্যেকের রেজিস্ট্রেশন থাকা চাই। বিশেষ করে অসংগঠিত ও পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলি যাতে নির্ভুলভাবে নথিভুক্ত করা হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে কেন্দ্রকে। গোটা কাজ শেষ করতে ৩১ জুলাই পর্যন্তই সময়। তারপরই

যাতে গোটা দেশে ‘এক দেশ, এক রেশন কার্ড’ চালু হয়ে যায়, তা নিয়ে কড়া নির্দেশ রয়েছে শীর্ষ আদালতের।

পরিসংখ্যান মতে, দেশের ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ‘ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড’ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লি, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প এখনও চালু হয়নি। তা নিয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশও দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্র সরকারের হিসেব অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় ৯৬ শতাংশ রেশন দোকানে ই-পিওএস (ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অব সেল) যন্ত্র বসে গিয়েছে। এই যন্ত্রে রেশন কার্ডের আসল মালিকই চাল-গম নিতে এসেছেন কি না, তা চিহ্নিত করা যায়। ৮০ শতাংশ রেশন কার্ডের সঙ্গে আধারের সংযুক্তিকরণও হয়ে গিয়েছে। ফলে ‘এক দেশ এক রেশন কার্ড’ প্রকল্প চালু করতে কোনও বাধা নেই।

বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রকল্প চালু হলে পরিযায়ী শ্রমিকদের আরও সুবিধা হবে। কারণ, এই প্রকল্পের আওতায় বাংলার কোনও পরিযায়ী শ্রমিক দেশের অন্য যে কোনও রাজ্যে নিজের অংশের রেশন তুলতে পারবেন। ফলে খাদ্যবণ্টন প্রক্রিয়া আরও সহজ হয়ে যাবে। এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা লাভবান হবেন।

ছাগল চোর সন্দেহে এক যুবককে গণধোলাই কৃষ্ণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। গত কিছুদিন পূর্বে গরু চোর সন্দেহে ৩ যুবককে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিল এলাকার উত্তেজিত জনতা। পরবর্তী সময়ে মৃত্যু হয়েছিল তরতাজা ৩ যুবকের ই। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের মঙ্গলবার ছাগল চোর সন্দেহে এক যুবককে এলাকার উত্তেজিত জনতা রামধুলাই দিয়ে এবং অর্ধ মস্তক মুন্ডন করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল। ঘটনা মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকায়।

খবরে জানা যায়, বালুছড়া এলাকার বাসিন্দা অজয় দে-এর ছেলে রঞ্জিত দে মধ্যকৃষ্ণপুর এলাকা থেকে ছাগল চুরি করার সময় এলাকাবাসীরা তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করে। পরবর্তী সময়ে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে এবং অর্ধ মস্তক মুন্ডন করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ওই ধৃত চোরকে পাকড়াও করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে খোয়াই আদালতে প্রেরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শ্রীনগরে গুলিতে মৃত্যু শীর্ষ লস্কর জঙ্গির নিকেশ পাক সন্ত্রাসীও

শ্রীনগর, ২৯ জুন (হি.স.): শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তইবার শীর্ষ কম্যান্ডার নাদিম আব্রার। এনকাউন্টারে খতম হয়েছে একজন পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীও। সোমবারই শ্রীনগরের পারিমপোরা থেকে আব্রারকরে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ এবং সিআরপিএফের যৌথবাহিনী। গুলির লড়াইয়ে জখম হয়েছেন ৩ জন সিআরপিএফ জওয়ান। মঙ্গলবার সকালে কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ‘সোমবারই গ্রেফতার করা হয়েছিল লস্কর কম্যান্ডার আব্রারকে, জেরা করার সময় সে জানায় একটি বাড়িতে নিজের একে-৪৭ রাইফেল লুকিয়ে রেখেছে। রাইফেল উদ্ধার করার জন্য সুরক্ষা বাহিনী ওই বাড়িতে পৌঁছনো মাত্রই, ভিতর থেকে তার একজন সহযোগী (পাক জঙ্গি) গুলি চালাতে শুরু করে।’ আইজিপি জানিয়েছেন, ‘সুরক্ষা বাহিনী যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিলে নিকেশ হয় ওই পাকিস্তানী জঙ্গি, এনকাউন্টারে আব্রারের মৃত্যু হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু”টি একে-৪৭ রাইফেল। সুরক্ষা বাহিনী ও সাধারণ নাগরিক খুনে জড়িত ছিল আব্রার।’

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার পারিমপোরা এলাকায় তল্লাশি চালায় যৌথবাহিনী। জাতীয় সড়কে হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা এমন খবর পাওয়ার পরই নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিল বাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, সেই সময় একটি গাড়িকে তারা আটকায়। সওয়ারিদের পরিচয় জানতে চায় পুলিশ। সেই সময় গাড়ির পিছনের আসনে বসে থাকা আরোহী ব্যাগ খুলে গ্রেনেড বার করে। সেটা নজরে আসতেই পুলিশ ওই ব্যাক্তিকে এবং গাড়িচালককে ধরে থানায় নিয়ে যায়। পরে পুলিশ জানতে পারে ধৃত ব্যক্তি লস্কর নেতা নাদিম আব্রার। আব্রারকে জেরা করে মালুরা এলাকার একটি বাড়ির খোঁজ পায় পুলিশ। তবে সেখানে যে তার আরও সঙ্গী লুকিয়ে আছে সে কথা গোপন রাখে আব্রার। তাকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধারে যায় যৌথবাহিনী। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গেলেই যৌথবাহিনীর উপর হামলা চালায় ওই বাড়িতে লুকিয়ে থাকা আব্রারের সঙ্গী। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও। আব্রারের সঙ্গী নিহত হয় বাহিনীর গুলিতে। সেই সংঘর্ষে নিহত হয় আব্রারও।

৫০টি দেশকে কোউইন অ্যাপের সফটওয়্যার দেবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): ‘কোউইন’ অ্যাপে মাধ্যমে টিকা প্রদান কর্মসূচিকে মসৃণ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভারত। এবার ভারতের ‘কোউইন’ অ্যাপে মজেছে বিশ্বের বহু দেশ। একই ভাবে কোউইনের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে নিজেদের দেশে টিকাকরণ চালাতে ইচ্ছুক বহু দেশ। আর তাই এবার কোউইনের ”ওপেন সোর্স সফটওয়্যার” ৫০টি দেশকে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিল ভারত।

ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সিইও তথা কোউইন প্যানেলের চেয়ারম্যান ডঃ আরএস শর্মা বলেন, ”কোউইন অ্যাপ এতটাই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে যে মধ্য এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার বহু দেশ এই অ্যাপ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক।” ডঃ শর্মা জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাস্থ্য আধিকারিকদের এই অ্যাপের একটি ওপেন সোর্স ভার্সন বানাতে বলেছেন। ডঃ শর্মা দাবি করেন গত পাঁচ মাসে কোউইনে মোট ৩০ কোটি জন রেজিস্টার করেছেন টিকা নিতে। জেলা স্তরের তথ্য এই পোর্টালে নির্ভুল ভাবে ফুটে ওঠে।

এদিকে কয়েকদিন আগেই কো-উইন অ্যাপ ও ওয়েবসাইট আপডেট করা হয়। এতে যোগ করা হয়েছে নতুন একটা ফিচার। এই বিশেষ ফিচারটি হল ”রেইজ অ্যান ইস্যু”। অর্থাৎ কোনও সমস্যা থাকলে তা জানানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে যে টিকাকরণের শংসাপত্রকে আরও নির্ভুল করার জন্য এই আপডেট করা হয়। এখন থেকে কো-উইন অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে গিয়ে ”রেইজ অ্যান ইস্যু” ক্যাটগরির মাধ্যমে যেকোনও ব্যবহারকারী টিকাকরণের শংসাপত্রে নিজের নাম, লিঙ্গ ও জন্ম সাল বদলে ফেলতে পারবেন।

ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনলেন ছয়জন সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ জুন।। রাজ্যে পালাবদলের পর মসনদে বসেছিল বিজিপি আইপিএফটি জোট সরকার। কিন্তু মসনদে বসার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলিতে পাহাড় সমান দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে আসছে।আর তাতে প্রধান, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছেন খুদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ। এবারও পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধানের উপর ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অনাস্তা আনলেন পঞ্চায়েতের ৬ জন সদস্য ও সদস্যা। এই ঘটনা মঙ্গলবারের উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতটি ১১ জন সদস্য ও সদস্যা নিয়ে গঠিত। ত্রিস্তরীয় নির্বাচনের পর বিজেপি ৪ টি, কংগ্রেস ৫ টি এবং নির্দল ২ টি আসনে জয় লাভ করেন। তারপর নির্বাচিত বিজেপির সদস্যগন নির্দলীয় দুজন সদস্যকে সাথে নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে। কিন্তু পঞ্চায়েত দখল করার পর বিজেপি ও নির্দল জুটাধীন ফুলবাড়ী পঞ্চায়েতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি মাথা ঝাড়া দিয়ে বাড়তে থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাজিরা বেগম ও উপপ্রধান মিন্টু নাথের দুর্নীতির বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন পঞ্চায়েতের অনান্য সদস্য-সদস্যাগণ। অবশেষে আজ ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসারের নিকট ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানের উপর অনাস্থা আনেন ৬ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যা।এই ৬ জন নির্বাচিত সদস্য ও সদস্যাগন হলেন,মনির উদ্দিন, ছামিনা বিবি, আলতাব হোসেন, আয়াজ আলি,মনোয়ারা খাতুন ও রুবি দেবনাথ।আজ নির্বাচিত ৬ জন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যাবে মডার্নার টিকা, ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন (হি.স.): আরও একটি করোনার ভ্যাকসিন আসছে দেশীয় বাজারে। ভারতে মর্ডানার করোনা টিকা আমদানি করার অনুমতি পেল সিপলা। মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে এই টিকা ব্যবহারের ছাড়পত্র দিয়েছে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (ডিজিসিআই)। সম্প্রতি দেশে বিদেশি টিকার ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করেছে কেন্দ্র সরকার। জানানো হয়েছে, কোনও বিদেশি টিকা আমেরিকার মতো দেশে জরুরি অবস্থার জন্য ছাড়পত্র পেয়ে থাকলে তারা এদেশে ট্রায়াল ছাড়াই ছাড়পত্রে পেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে প্রথম ১০০ জন টিকাগ্রহীতার তথ্য জমা করতে হবে সরকারের কাছে। কেন্দ্রের এই শর্তকে হাতিয়ার করেই ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিল সিপলা। তাদের সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে বলেই খবর।

এ ছাড়া মডার্নার তরফ থেকে ডিজিসিআই-কে এই মাসের শুরুর দিকেই জানানো হয় রাষ্ট্রসংঘের কোভ্যাক্স প্রকল্পের আওতায় আমেরিকা ভারতে বেশ কিছু পরিমাণ মডার্নার টিকা পাঠাতে চায়। কিন্তু সেই টিকা ব্যবহার করতে হলে অনুমতি প্রয়োজন। সেই কারণেও ডিজিসিআই-এর কাছে আলাদা করে আবেদন করেছিল মডার্নাও।

এবিষয়ে এর আগে নীতি আয়োগের স্বাস্থ্য বিষয়ক শাখার সদস্য ভিকে পাল জানিয়েছিলেন, ভারতীয় সহকারী সংস্থা সিপলার মাধ্যমে ভারতে টিকা আমদানির আবেদন করেছিল মডার্না। সেই আবেদনেই এ বার সিলমোহর দিল কেন্দ্র। তবে টিকার প্রয়োগ হবে জরুরি ভিত্তিতে।

উল্লেখ্য, এর আগে কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন ও স্পুটনিক ভি টিকা ভারতে অনুমোদন পয়েছে। এই নিয়ে চতুর্থ টিকা অনুমোদন পেল। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আগেও বলা হয়েছে, জুলাইয়ের শেষ ও আগস্টের শুরু থেকে দেশে প্রতিদিন ১ কোটি টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গেলে আরও বেশি সংখ্যায় টিকার প্রয়োজন। সরকার মনে করছে মডার্নার টিকা অনুমোদন পাওয়ায় আরও বেশি পরিমাণ টিকা আমদানি হওয়ার পথ খুলে যাবে।

চড়িলামে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ২ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জুন।। বাইক ও মালবাহী গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই যুবক। আহতদের নাম আসাফ উদ্দিন ও সালাম উদ্দিন। ঘটনা চড়িলাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন লাটিয়াছড়া এলাকার দুই যুবক আসাফ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা থানার শৌচালয়ের ভেন্টিলেটর দিয়ে পালিয়ে গেল আসামি, বরখাস্ত পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ জুন।। কদমতলা থানার লক আপ থেকে পালিয়ে গেল মাদক আইনে ধৃত এক আসামি। বাথরুম যাবার নাম করে বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে পালিয়ে যায়। তার নাম ফারুক আহমেদ(১৮)।পালাতক আসামিকে খোঁজা খুঁজির নামে দিনভর নাটক মঞ্চস্থ করে উত্তর জেলা পুলিশ প্রশাসন। অবশেষে ১২ ঘন্টার মাথায় পুলিশের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সাসপেন্ড করা হল কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী ত্রিকোণা সিনহাকে। গোটা এলাকা জুড়ে পুলিশের দায়সারা মনোভাবে তীব্র ক্ষোভ সানীয়দের।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২৭ জুন রবিবার উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশ ও কদমতলা থানার পুলিশ যৌথ ভাবে বরগোল মহেশপুর সড়কের বরগোল এলাকা থেকে ২২ প্যাকেটে মোট ৪ হাজার ৪ শো নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট

উদ্ধার করে।যার বাজার মূল্য প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা।সাথে আটক করা হয় আন্তরাষ্ট্রীয় দুই নেশা কারবারিকে।আটককৃত দুই নেশা কারবারি দক্ষিণ কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে ফারুক আহমেদ পিতা লেইস চৌধুরী।এবং সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বিশাল শব্দকর পিতা বিজন শব্দকর। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলা থানার পুলিশ এনডিপিএস ধারায় ৩৭ নম্বরের একটি মামলা রুজু করে।সাথে পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে জানতে পারে এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট গুলি বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে ২৮ জুন সোমবার তিন দিনের রিমান্ড চেয়ে ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করলে মাননীয় বিচারপতি তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ডে থাকা আন্তরাষ্ট্রীয় মাদক কারবারীদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে কদমতলা থানার পুলিশ বাঘন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়মুড়ায় দূর্ঘটনায় আহত পাঁচ টিএসআর জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। এডিসির হেডকোয়াটার খুমুলুং থেকে তেলিয়ামুড়া যাওয়ার পথে বড়মুড়া পাহাড় এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত এডিসির ই এম কমল কলইএর এস্কর্ট গাড়ি। জানা গেছে, কমল কলই যখন তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন বড়মুড়া পাহাড়ে উঠতেই কমল কলই এর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা টিএসআর বাহিনীর গাড়িটি ব্রেক ফেল করে খাদে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা পাচ জন নিরাপত্তা কর্মী আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলই অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেন। এম্বুলেন্সে আহত টিএসআর জওয়ানদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের উদ্ধারের কাজে এক্সিকিউটিভ মেম্বার নিজে এগিয়ে আসেন। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি।মেডিকেল অফিসারের সঙ্গেও কথা বলেন। টিটিএডিসির এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমল কলই এর সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান তিনি সুস্থ আছেন। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তেলিয়ামুড়ার নয়নপুরে সাতসকালে মারুতি গাড়ি আটক করে বিস্তর পরিমাণ বেআইনী কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ জুন।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথের নেতৃত্বে বনকর্মীরা মঙ্গলবার সাত-সকালে অভিযান চালিয়ে একটি মারুতি গাড়ি সহ প্রচুর পরিমাণ অবৈধ কাঠ উদ্ধার করল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন নয়নপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা একটি মারুতি গাড়ি করে জুম বাড়ি এলাকা থেকে অবৈধ কাঠ পাচার হচ্ছে। এই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ সহ বনদপ্তরের কর্মীদের নিয়ে নয়নপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে। অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয়া দেবনাথ অবৈধ কাঠ বোঝাই মারুতি গাড়িটি প্রত্যক্ষ করে গাড়িটিকে ধাওয়া করেন।

পরে অবৈধ কাঠ বোঝাই মারুতি গাড়িটি নয়নপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় আসতেই অন্য দিক থেকে বনদপ্তরের কর্মীরা আরেকটি গাড়ি করে সামনে আসতেই অবৈধ কাঠ বুঝাই মারুতি গাড়িতে থাকা চালক ও সহ চালক গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর কর্মীরা মারুতি গাড়ির সহ অবৈধ কাঠ বাজেয়াপ্ত করে তেলিয়ামুড়া স্থিত গামাই বাড়ি রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে। পরে এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ জানান, অবৈধ কাঠের বাজারমূল্য প্রায় আনুমানিক ৩৫ হাজার টাকা। এদিকে বনদপ্তরের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়,,, গত ৩ মাসে খোয়াই জেলার মধ্যে বণ-কর্মীরা ১০ টি গাড়ি আটক করে অবৈধ কাঠ সহ, ১৯ টি জি.ডি. এন্টি হয় থানায়, রাউন্ড কাঠ উদ্ধার করে ৪৫ কাম এবং অন্যান্য সাইজের অবৈধ মূল্যবান কাঠ ৩৫ কাম বলে জানা যায়।

বিধানসভা অধিবেশনে ভাষণের খসড়ায় আপত্তি রাজ্যপালের মমতাকে তলব রাজভবনে

কলকাতা, ২৯ জুন (হি. স.) : ফের নবান্নের সঙ্গে রাজভবনের টানাপড়েন আরও একদফা তুঙ্গে পৌঁছে গেল। এবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শুরুর আগেই রাজ্যপালের লিখিত ভাষণ পাঠ ঘিরে এই মতানৈক্য।

অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপাল যে ভাষণ পাঠ করবেন তার খসড়া রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তের পরই আইন মোতাবেক নবান্ন ইতিমধ্যে রাজভবনে পাঠিয়ে দিয়েছে। সাংবিধানিক রীতি মেনে রাজভবনে পৌঁছে যাওয়া ওই খসড়া শুক্রবার দুপুর দু’টোয় জগদীপ ধনকরের পাঠ করার কথা। কিন্তু সোমবার উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে রাজ্যপাল ওই খসরায় কিছু আপত্তি জানিয়ে পরিবর্তনের জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে রাজভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যপাল ডাকলে সাংবিধানিকভাবে রাজভবনে যেতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও আপত্তি নেই। চা খেতে বা কথা বলতেও কোনও অসুবিধা নেই মুখ্যমন্ত্রীর। তবে রাজ্যপাল যদি লিখিত ভাষণের খসড়া পরিবর্তনের জন্যই ডাকেন তা হলে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী রাজ্যপালের ভাষণ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারই লিখে দেয়। রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করার পর রাজ্যপাল শুধু পাঠ করেন।

এক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যে আইন মেনে ওই ভাষণের খসড়া অনুমোদন করে দু’দিন আগে রাজভবনে পাঠিয়েও দিয়েছে, তাই কোনওভাবে খসড়া পরিবর্তন সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পর বাংলায় আসা সমস্ত রাজ্যপালই রীতি মেনে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত লিখিত ভাষণ পাঠ করেছেন, এমনকী, বর্তমান রাজ্যপাল ধনকরও গত বছর রাজ্য সরকারের পাঠানো ভাষণই হুবহু পাঠ করেছেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও যে লিখিত ভাষণ অনুমোদন করে রাষ্ট্রপতিকে পাঠায় তিনিও তাই হুবহু পাঠ করেন বলে রীতি। তবে সূত্রের খবর, আইনত রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের খসরা বদলানোর সুপারিশ করার এক্তিয়ারও রয়েছে।

নবনির্বাচিত সরকারের বাজেট পেশের এই অধিবেশন শুরু হবে শুক্রবার দুপুরে রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে। প্রায় দু’সপ্তাহের এই বাজেট অধিবেশন নিয়ে সোমবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে সমস্ত দলকেই পরিষদীয় রীতিনীতি মেনে আসন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্যের আবেদন করেন স্পিকার। পরে বিধানসভার কার্যবিবরণী কমিটির বৈঠক বসে। সেখানে আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত অধিবেশনের কার্যসূচি ঠিক হয়। প্রথমদিন ২ জুলাই রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াও দ্বিতীয় পর্বে ডেপুটি স্পিকার পদে রামপুরহাটের তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হবে। ৭ জুলাই নয়া সরকারের বাজেট পেশ হবে। সূত্রের খবর, অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অসুস্থ থাকায় শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই বাজেট পড়তে পারেন। আগামী ৫ জুলাই শোকপ্রস্তাব এবং ৬ জুলাই রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক বিতর্ক শুরু হবে। তবে ৬ জুলাই দ্বিতীয়ার্ধে বিধানপরিষদ গঠন নিয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্টের উপর প্রস্তাব আনা হবে। কারণ, গত ২০১১ সালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই বিধানসভায় বিধানপরিষদের বিল পেশ করেন। তখন বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার জন্য স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ই একটা অ্যাডহক কমিটি গড়ে দেন। সেই কমিটি রিপোর্ট বিধানসভায় জমা দিলেও পুস্তিকা আকারে রিপোর্টটি এখনও বিধায়কদের বিলি করা হয়নি। এদিন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থবাবু জানান, “রিপোর্টটি পুস্তিকা আকারে সমস্ত পরিষদীয় দলের মাধ্যমে বিধায়কদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।’

তপশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির তরফ থেকে পুলিশের ডিজি-কে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।